বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ১২, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৬, ডিসেম্বর ২০১৯

এ সংখ্যায়

- বাংলাদেশে সানসো চিফ কমিশনার'স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত
- স্কাউটিংয়ে তিন আঙ্গুলের মহিমা
- জোলা
- গ্রামের নাম কাঁকনডুবি
- তথ্য-প্রযুক্তি
- ছড়া-কবিতা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

■ বর্ষ ৬৩ ■ সংখ্যা ১২
■ অগ্রহায়ন-পৌষ ১৪২৬
■ ডিসেম্বর ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
pr@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবময় বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় পাক হানাদার বাহিনী। যে অস্ত্র দিয়ে বর্বর পাকবাহিনী দীর্ঘ নয় মাসে ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে, দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে, সেই অস্ত্র পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে এক রাশ হতাশা এবং অপমানের গানি নিয়ে লড়াকু বাঙালির কাছে পরাজয় মেনে নেয় ওরা। তারপর থেকে ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় ও বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। বিজয়ের ৪৮ বছর পেরিয়ে এবার পালিত হল ৪৯তম বিজয় দিবস।

বিজয়ের অনুভূতি সবসময়ই আনন্দের; তবে একই সঙ্গে দিনটি বেদনারও। বিজয় দিবসের এইদিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী মহান শহীদদের; যেসব নারী শত্রুবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সাথে এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার তথা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফল নেতৃত্বদানকারী, স্বাধীনতার মহান রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যাঁরা স্বক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের সবাইকেই আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে, বিজয় দিবসের প্রাসঙ্গিকতায়, ধারাবাহিক ফিচারে এবং অন্যান্য বিভাগের তথ্যপূর্ণ লেখা ও স্কাউট সংবাদের সাথে যথোপযুক্ত আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ অগ্রদূত ডিসেম্বর-২০১৯ সংখ্যাটি পাঠক প্রিয়তা লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি, তথাপি কোন ভুল কিংবা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাই।

সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

সূচীপত্র

মহান বিজয় দিবস: প্রাসঙ্গিক আলোচনা	৩
পোদ্দার	৬
বিশ্বের সেরা অর্থবহ পতাকার শীর্ষ তালিকায় বাংলাদেশের 'লাল-সবুজ' পতাকা	৭
আমার জীবনে এগিয়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ	১০
জোকস ও মজার ১০ ধাঁধাঁ	১২
শেষ মূহুর্তের পিএস প্রস্তুতি	১৩
হাঙর নদী গ্রেনেড	১৫
জানা অজানা	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভাওয়ালের রাজ্যে মৌচাকের রাণীই প্রথম পিআরএস	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
ছড়া-কবিতা	৩০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

মহান বিজয় দিবস: প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সর্বকালে সর্বযুগেই প্রত্যেক পরাধীন জাতিই অনুভব করতে পারে বহু ত্যাগ-তিতীক্ষা, লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা তথা বিজয় দিবসের কী মাহত্ত্ব এবং নিঃসন্দেহে যে কোনো দেশের যে কোনো জাতির জন্য রক্ত ঝরিয়ে, যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে, আত্মাহুতি দানের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন একটি গৌরবময় ঘটনা। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ বাংলাদেশের বিজয় দিবস এবং বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশের দিন, পরাধীনতার গানি থেকে মুক্ত হওয়ার দিন, আনন্দ-গৌরব আর অহঙ্কারে মহিমান্বিত একটি দিন, গর্ব করার দিন এবং একই সাথে বড় কষ্টের, বেদনার আর মহাত্যাগের একটি দিন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবের দিন, মহান বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্য-বীর্য আর বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় ক্ষণ। বিশ্ব মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ড আত্মপ্রকাশ করে গৌরবদীপ্ত এই দিনেই।

বাঙালি জাতিসত্তা কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে নেগ্রিটো, মঙ্গোলীয়, ককেশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে। বর্তমানে যে ভূখন্ডটিকে বাংলা বলা হয় সেখানে এক সময় পুন্ড্র, বঙ্গ, হরিকেল, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রর্ভতি উপজাতি বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীকালে ঐসব অঞ্চল তাদের নামেই পরিচিতি পেয়েছে। এই উপমহাদেশের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ন ও মহাভারতে বঙ্গ, পুন্ড্রবর্ধনের নাম উলেখ পাওয়া যায়। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে রচিত বৌদ্ধচর্যা ও দোহা গানে বাংলা ভাষার আদি রূপের পরিচয় পাওয়া গেলেও তা পূর্ণতা লাভ করে সুলতানী আমল তথা সুলতান হোসেন শাহ, নসরত শাহের আমলে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। তবে এ স্বাধীনতার ইতিহাস ঠিক কবে থেকে শুরু তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বৌদ্ধ। ধর্মাবলম্বী চর্যাপদের কবি ভুসুক যেদিন সদেশকে মুক্ত-স্বাধীন দেখার প্রত্যয়ে পদাবলী রচনা করলেন, 'আজি ভুসুক বাঙালি ভইলি'। (আজ ভুসুক বাঙালি হলো)-তার এই রচনা বাংলার জাগরণ আর বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণ তথা প্রকারান্তরে স্বাধীনতার পথরেখা তৈরীতে নি:সন্দেহে একটি মাইল ফলক। এর প্রায় ৩শ বছর পর ব্রিটিশ শাসনামলে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে আমরা দেখতে পাই জামালপুর। শেরপুর অঞ্চলে বাঙালি মুসলমান কৃষক নেতা টিপু শাহ (টিপু পাগলা), উত্তরবঙ্গ তথা বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্নাসী। বিদ্রোহীদের, পশ্চিমবঙ্গের নারকেলবাড়িয়ার মীর নিসার আলী তিতুমীর আর মালদহের দুদু মিয়াকে। আর ত্রিশের দশকে স্বদেশী আন্দোলনের নায়ক মাস্টার'দা সূর্যসেন, মহাবিপবী ক্ষুদিরাম ও অসম সাহসী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে দেখতে পাই ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে জীবনদান করে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে। পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে কৃষক বিদ্রোহের অনন্য বীরগাথাও আমরা বাংলার ইতিহাস পর্যালাচেনা করলে দেখতে পাই।

কিন্তু এর বাইরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, বিপবী রাজনীতি এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবদানও আমাদের স্বাধীনতা

সংগ্রাম ও বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণে অসামান্য। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হাসেন শহীদ সাহেরাওয়ার্দী, তাফোজ্জল হাসেন মানিক মিয়া প্রমূখের অবদান অনস্বীকার্য। আর নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এ এইচএম কামরুজ্জামান) প্রমূখের নাম প্রাত:স্মরণীয়। আর তাঁদের সংগ্রামী জীবন ও রাজনীতির সার-সংস্কৃতি এবং লাকেজ-সংস্কৃতির অবদানও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লালন ফকির, হাছন রাজা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, পটুয়া কামরুল হাসান, সত্যজিৎ রায়সহ কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-আলোকচিত্রীর বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আর এই সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর নির্মিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র।

অস্ত্রের মুখে যুলুম-নির্যাতন করে যারা আমাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চেয়েছিল, আজ থেকে ঠিক ৪৫ বছর আগে এই বিজয়ের দিনে ঢাকার ঐতিহাসিক সাহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) তারা তথা দখলদার পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে আমাদের সাধীনতার রক্তিম সূর্য উদিত হয়েছিল। বিশ্বের মানচিত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যুদয় ঘটেছিল লাল-সবুজের স্বাধীন সার্বভৌম ছাট্টে নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। আর স্বাধীনতার তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত জাতিকে স্তব্ধ করতেই একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাতে অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশা অনুযায়ী পাক দখলদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশাম্সরা মেতে উঠেছিল ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যাকান্ডে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশেই নির্বিচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র, নিরীহ অগণিত ছাত্র, যুবক, নারী-পুরুষ এমনকি অবুঝ শিশুও নির্মম অত্যাচার ও হত্যার শিকার হয়। সেই অমানবিক গণহত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষের ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছিল ঘারে অমানিশা। তাদের হত্যাযজ্ঞ, যুলুম-নির্যাতন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার বাহিনীর নির্মমতা ও মানবতাবিরাধী অপরাধের ভয়াবহতাকেও ম্লান করে দেয়।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস হলাে, যদিও নিখিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাঙালি মুসলমানদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। এরপরও বাঙালি জাতি পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামারে মধ্যে তার বিকাশের কোনাে সম্ভাবনা দেখতে পায়নি। শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা গণতন্ত্রের মৌল চেতনাকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন চাপিয়ে দেয়। বাঙালির যে কোন দাবিকে বলপূর্বক দমনের পথ বেছে নেয়। পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানকর মন্তব্য করেছে বিভিন্ন সময়। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে বাঙালি মুসলমান খাঁটি মুসলমান ছিল না। তাদের কাছে বাঙালি নিকৃষ্ট জাতি, নিকৃষ্ট মুসলমান।

একাত্তরে তদানিত্নন পূর্ব বাংলায় ব্যাপকভাবে নারী নির্যাতন ও ধর্ষনের এক ঘৃণ্য কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছিল বর্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী। বাঙালি নারীদের কখনাে নিজ বাড়িতে, কখনাে ক্ষেতে-খামারে, আবার কখনাে সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে তারা নির্যাতন ও ধর্ষন করেছে। অনেক সময় স্থানীয় দালাল-রাজাকাররা নারীদের গণিমতের মাল্ল বলে ধরে নিয়ে তুলে দিয়েছে সেনাদের হাতে। আর সেনারা ওই অসহায় বাঙালি নারীদের নিয়ে মেতে উঠেছে পৈশাচিক উলাসে। বাংলাদেশে বসবাসরত ব্রিটিশ মিশনারী জন হাস্টিংসের উদ্ধৃতি দিয়ে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সেনারা আট বছর বয়সী বালিকা থেকে শুরু করে তাদের দাদি-নানির বয়সী অর্থাৎ ৭৫ বছরের বৃদ্ধাকেও ধর্ষন করা থেকে রেহায় দেয়নি। পাকিস্তানি সেনারা কেবল স্পট ধর্ষনই করেনি, হাজার। হাজার বাঙালি নারীকে ধরে সেনা ছাউনিতে নিয়েও দিনের পর দিন ধর্ষন করা হয়েছে।

তবে গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে সেদিন দমিয়ে রাখতে পারেনি পাক হানাদার বাহিনী। বরং ওই হত্যাকান্ডের শাকেকে শক্তিতে পরিণত করে নারী-পুরুষ-তরুণ-যুবা নির্বিশেষে আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশ রক্ষার যুদ্ধে। নানা চড়াই-উত্রাই পেরিয়ে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে বীর বাঙালির সাহসী সন্তানেরা। এই নয়টি। মাস বাঙালিরা খুবই ব্যস্ততার মধ্যে দিন পার করেন। সঠিকভাবে প্রতিরাধে গড়ার স্বার্থে এ সময় বাংলাদেশের ভূখন্ড ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল; যদিও ১০ নম্বর নামে পরিচিত সেক্টরটি সক্রিয় ও সুপরিচিত হয়নি। জুলাই এবং আগস্ট মাসে ৩টি ব্রিগেড আকৃতির বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল যার নামগুলাে ছিল জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলার আকাশে দেখা দেয় স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। রাজধানী ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন জোনের কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল আমির আবদুলাহ খান নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করে ৯৩ হাজার হানাদার পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সদস্য ও আরও অতিরিক্ত কয়েক হাজার সহযাগী সদস্য এবং সেদিই সূচিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। সেদিন বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে স্বাধীনতাপূর্ব

গঠিত বাংলার অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারের উপস্থিতিতে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জ্যাকবের তৈরী করা আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেন পাকিস্তানের পক্ষে লেফটেনেন্ট জেনারেল নিয়াজি এবং মিত্রবাহিনীর পক্ষে লেফটেনেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরারো।

আর এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেই বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাঙালি জাতি পায় নিজস্ব লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং বিশ্বের বুকে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকা বহু কাঙ্খিত একটি মানচিত্র। রক্তাক্ত পথ ধরে মুক্তিযুদ্ধের এই বিজয় অর্জন ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা যখন

বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে, তখন বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি অসহায় নারী-পুরুষ জীবন-ইজ্জত-আব্রু বাঁচাতে সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়সহ সীমান্তঘেঁষা এসব রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়প্রার্থী হয়। এসব ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া ভাসমান মানুষ বানের পানির মতো প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে বাঁচার আশায়। রাগেশাকে, ক্ষুধায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট এসব ভীতসন্ত্রস্ত মানুষকে দীর্ঘ ৯ মাসের সেই দুঃসময়ের দিনগুলোতে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মানুষ আর সেদেশের তৎকালীন সরকার আশ্রয় দান ও সর্বপ্রকার সাহায্যের মানবিক হাত প্রসারিত করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে আজো বাংলাদেশের আপামর জনগণ বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ভারতীয় উপমহাদেশে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের গৃহত্যাগ ও অন্য দেশে শরণার্থী হওয়ার ইতিহাস ইতোপূর্বে আর কখনো লক্ষ্য করা যায়নি।

আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালি হিসেবে আমাদের প্রত্যেককেই সব সময় মনে রাখতে হবে, লাল সবুজের পতাকা আমরা সহজে অর্জন করতে পারিনি। এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। সাগরসম রক্ত ঝরাতে হয়েছে। শত-সহ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ এই দিনে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করে। সর্বশেষ যে পাকিস্তানি শাষেকরা আমাদের পদানত করে রেখেছিল, তাদের সেই শৃঙ্খল ভাঙার কাজটি অত সহজ ছিল না। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা, ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন, ৭০ এর নির্বাচন, ৭১ এর অসহযাগে আন্দোলনসহ অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য । দিয়ে আমাদের সেই মুক্তির ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হয়েছিল। যেসব স্বপ্ন বুকে ধারণ করে লাখ লাখ মুক্তিসেনা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশকে শত্রু মুক্ত করেছিলেন, স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলেন, তাদের সেই স্বপ্ন অনেকটাই আজো পূরণ হয়নি। আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি পুরাপুরি আসেনি, মানুষের ন্যায্য অধিকার, ভাতের অধিকার, বাক-স্বাধীনতার অধিকার, ভোটের অধিকার তথা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি আজোবধি। তাই এই দিনটি বাঙালি জাতির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়েরও।

১৬ ডিসেম্বরের বিজয় তথা আমাদের কষ্টার্জিত এই অতিকাঙ্খিত মহান অর্জন একক কোনো দলের, মতের, সম্প্রদায়ের, গাষ্ঠীর, ব্যক্তির নয়; এই বিজয় সমগ্র বাঙালি জাতির। এই মহান অর্জন প্রতিটি বাঙালি সব সময় বুকে ধারণ করে বেঁচে আছে এবং এর কোন প্রকার বিকৃতি ঘটুক জাতি তা কখনোই প্রত্যাশা করে না। আর সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই ভূ-খন্ডের জনগণ সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন সময় দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যুলুম-অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। প্রায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আদর্শহীনতা যেভাবে বাসা বেঁধেছে, তাতে বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে একটি আদর্শ ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসাবে নির্মাণ করা রীতিমতো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিজয়ের মাসে ভাবতে হবে দেশের আপামর জনসাধারণের কথা, তাদের আশা-আকাংখা ধারণ করার কথা, তাদের ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, প্রাপ্তি-প্রত্যাশা, দুঃখ-বেদনা এবং বঞ্চনার কথা। স্বাধীনতাত্তোর গত সাড়ে ৪ দশকে হিংসা-হানাহানি, প্রতিশোধপরায়নতা, পরশ্রীকাতরতা, দলীয় কোন্দলের নোংরা খেলায় জাতিকে বিভাজনের মতো অসংখ্য ব্যর্থতা যেভাবে আমাদের স্পর্শ করেছে, তার গানি দূর করার কথা। সামনের দিনগুলারে চ্যালেঞ্জ মাকোবিলার জন্য সার্বিক প্রস্তুতির। কথা। তাহলেই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জাতি হিসাবে আমাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে এবং তাদের সামনে আমরা গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো আমরাই ঐক্যবদ্ধ সাহসী বীর বাঙালি। আর আমরা যদি অতীতের সকল হিংসা-হানাহানি, দলাদলি ভুলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন করে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়াগে করি তবেই আমাদের পক্ষে সত্যিকার একটি সুখী-সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়া মাটেও কঠিন হবে না বলে আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

(প্রাবন্ধিক ড. আবদুল আলীম তালুকদার রচিত প্রবন্ধের ভাব অবলম্বনে লিখিত)
ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

পোদ্দার

ব্রিটিশ-ভারতে ঢাকার প্রথম সিভিল সার্জন ডা. জেমস ওয়াইজ। ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ থেকে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৮ সালে করা ঢাকার দুটি রিপোর্টের কথা জানা যায়। এই রিপোর্ট থেকে তৎকালীন ঢাকার পেশার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস, কাস্টম অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল' বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। জেমস ওয়াইজের লেখা বইটির মাত্র বারো কপি ছাপা হয়েছিল। হিসাব করলে দেখা যায় আঠারো শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন। ২০০০ সালে বইটি ফওজুল করিমের অনুবাদে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকাসহ 'পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' নামে সুবর্ণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। জেমস ওয়াইজের লেখা থেকে তৎকালীন ঢাকার প্রায় ২ শত'র অধিক পেশার তথ্য পাওয়া যায়। বিচিত্র সব পেশা ছিল সেই সময়ের ঢাকা বা পূর্ববঙ্গে। সেই সমস্ত পেশার শিকড় সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখাতে।

'পোদ্দাররা দাবী করে যে বল্লাল সেনের সময় বঙ্গদেশে যে সোনার অধিবাসীরা ছিল তাদের বংশধর এরা। এরা প্রাচীন এটা নিশ্চিত। এরা দুই ভাগে বিভক্ত সুবর্ণকর ও সুর্বণবণিক। সুবর্ণকর হলো স্বর্ণকার আর সুর্বণ বণিক হলো পোদ্দার।' জেমস ওয়াইজের কাছ থেকে আরো জানা যায় তখন ঢাকায় ৪০ ঘর পোদ্দার ছিল।

সোনা বন্ধকী বা পোদ্দাররা অন্যের অর্থ দিয়ে কারবার করে বলে বাংলায় পোদ্দারদের নিয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে 'পরের ধনে পোদ্দারি'।

সোনা বন্ধকী ব্যবসার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই পোদ্দারি কারবার ছিল জমজমাট। তাঁতীবাজারের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি স্বর্ণের দোকান। প্রতিটি দোকানের পাশেই ছোট-বড় অসংখ্য সাইনবোর্ড 'সোনা বন্ধক' ও বিভিন্ন দোকানের নাম লেখা এসব সাইনবোর্ডে। দোকানে স্বর্ণের গয়না তৈরি বা বিক্রি করা নয়, স্বর্ণ বন্ধক রাখাই তাঁদের মূল ব্যবসা। স্বর্ণ বন্ধক রেখে অনেকেই তাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার নেন। আবার সময় সুযোগ মতো টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। এই রুপ ব্যবসা সারা বাংলাদেশ তো বটেই ভারবর্ষেও ছিল।

১৬৪০ সালে পর্যটক সেবাস্তিয়ান মানরিক আসার আগেই ঢাকায় ছত্রিশ সম্প্রদায়ের লোক দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। তারা মূলত সুদে টাকা ধার দিত। পরে শ্রফরা এ ধারা অব্যাহত রাখে। মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায় নিম্নস্তরে ছিল শ্রফরা। সুদে টাকা ধার দেয়া, বাট্টা নিয়ে টাকা ভাঙান ও সোনা-রূপা বেচা-কেনার কারবারিরা ঢাকায় পরিচিত ছিল পোদ্দার নামে। ঢাকার পোদ্দাররা বাজারে আগত লোকজনের টাকা ভাঙানো ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায় অর্থ লগ্নি, হুণ্ডি, সুদে টাকা খাটানোসহ মহাজনী কারবার করত। ঢাকায় ১৭৯৪ সাল ৪ শ ৬৪ ঘর পোদ্দার ছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৩০ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩২ ঘরে। ঢাকায় পোদ্দারি ব্যবসা এতটা লাভজনক ছিল যে, রাস্তার ওপর চট বিছিয়ে পোদ্দারি কারবারি ব্যবসা শুরু করলেও পরবর্তী জীবনে মথুরা মোহন দাস হয়ে ওঠেন বিশিষ্ট ব্যাংকার। জেমস টেলরের বর্ণনায়- "...'দালাল' এবং 'শরফ' বা 'পোদ্দার'গণ এক সময় শহরের খুবই গণ্যমান্য ও সম্পদশালী লোক ছিল। ...'সুবর্ণ বণিক' সম্প্রদায় শহরের অধিকাংশ পোদ্দার। যারা বিলেতি দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য দোকানপাট চালায় তাদের নিয়ে গঠিত। এরা কাপড়, মূল্যবান পাথর ইত্যাদির ব্যবসায় নিয়োজিত আছে।" ঢাকার প্রসিদ্ধ পোদ্দারের মধ্যে ছিলেন– প্রসন্নকুমার পোদ্দার, বংশী চন্দ্রসেন পোদ্দার, ব্রজসুন্দর পোদ্দার, লালমোহন পোদ্দার, লালা মৃত্যুঞ্জিত সিং প্রমুখ। পরে তাদের অনেকের নামে ঢাকার কয়েকটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

তবে তাঁতীবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানা যায়, কার্তিক সেন নামে একজন ছিলেন ঢাকার সোনা বন্ধকের তখনকার সব চেয়ে বড় ব্যবসায়ী। নগরীর সুতারনগরে ছিল তার 'কালী শাহা' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত বন্ধকী। বড় গদিঘরে সেই সময়কার বন্ধকী ব্যবসা চলত। নিম্ন বর্গীয় লোকজন মূল ঘরে প্রবেশ করতে পারত না। তাদের জন্য দোকানের বাইরে বসার জায়গা ছিল। সেখানে বসেই তারা সোনা রেখে টাকা নিয়ে চলে যেত। ধনী ভোক্তাদের বসার ব্যবস্থা ছিল ঘরের ভেতরে। পাকিস্তান আমলেও মোটামুটি এভাবেই ব্যবসা চলছিল।

সোনা বন্ধক রেখে টাকা নিলে প্রতি মাসে শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ দিতে হয়। সুদের টাকা মাসে মাসেই শোধ করতে হয়। নিয়মানুযায়ী কোনো ঋণগ্রহীতা এক টানা তিন মাস লাভের টাকা পরিশোধ না করলে সোনা গলিয়ে বিক্রি করার অধিকার থাকবে বন্ধক ব্যবসায়ীর। একটি মেমোতে প্রথমে ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা হয়। এরপর লেখা হয় স্বর্ণ ও টাকার পরিমাণ। মেমোটিতে স্বাক্ষর করে ঋণগ্রহীতাকে টাকা নিতে হয়। টাকা ফেরত দেয়ার সময় একই কাগজে স্বাক্ষর দিয়ে স্বর্ণ ফেরত নিতে হয়। তবে স্বর্ণের মালিককে বন্ধক ব্যবসায়ীরা স্বর্ণ ও টাকার তথ্যসংবলিত একটি কার্ডও দেন। রেভিনিউ টিকেট লাগানো এ কার্ডটি সোনা বন্ধকের দলিল হিসেবেই অভিহিত করেন ব্যবসায়ীরা।

তিন মাস লাভের টাকা পরিশোধ না করলে অলঙ্কার গলিয়ে বিক্রি করার চুক্তি থাকলেও অনেক নিয়ম-কানুন পালনের পর তা করা হয়। স্বর্ণের মালিক ঋণগ্রহীতার জন্য আলাদা ফাইল থাকে। স্বর্ণ বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সুদের টাকা দিচ্ছেন না– এমন ঋণগ্রহীতাদের প্রথমে রেজিস্ট্রি করে চিঠি দেয়া হয়। ফোনেও যোগাযোগ করা হয়। যোগাযোগের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য যাঁর যাঁর ফাইলে লিখে রাখা হয়। স্বর্ণ বন্ধক রেখে নেয়া টাকা ও বকেয়া সুদের টাকা মিলে যদি স্বর্ণের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন অলঙ্কার ভেঙে ফেলা হয়। অবশ্য ভাঙার আগে অলঙ্কারগুলোর ফটোকপি করে রাখা হয়, যদি পরে এসে কেউ সব টাকা শোধ করে অলঙ্কার ফেরত চায় ফটোকপি করে রাখা নকশানুযায়ী তখন তা বানিয়ে দেয়া হয়।

পোদ্দারের সুদের মাত্রা ব্যাংকের চাইতে বেশি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদের কাছে যেত। ব্যাংকে জামানতের পরিমাণ বেশি আর সময় বেশি লাগত বলে ব্যাংকের চেয়ে পোদ্দারের কাছ থেকে ঋণ নিতেই মানুষ বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। অবশ্য পোদ্দারদের সুদের হার নির্ভর করত ব্যক্তি ও অবস্থার ওপর।

পৈতৃক সূত্রেই এ ব্যবসা করছেন তাঁতীবাজারের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী। তাঁরা জানান, ব্যবসার নিয়মগুলো বংশপরম্পরায় চলে আসছে। সোনা বন্ধকে সরকারি কোনো নিয়ম নেই। এক সময় অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ অনুমতিপত্র নিয়ে এ ব্যবসা শুরু করতে হতো। এক ব্যবসায়ী নিয়মবহির্ভূত সোনা গলিয়ে ফেললে এ নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়। এ জন্য ২০০১ সাল থেকে ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতিপত্র নবায়ন করার নিয়ম করা হয়।

■ লেখক: ইমরান উজ-জামান
সদস্য, জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস
[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা ও তার বিবর্তন' বই থেকে]

বিশ্বের সেরা অর্থবহ পতাকার শীর্ষ তালিকায় বাংলাদেশের 'লাল-সবুজ' পতাকা

কোন দেশের জাতীয় পতাকা শুধু এক টুকরো কাপড় নয়, এতে জড়িয়ে থাকে একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আত্মত্যাগের বীরত্ব কাহিনী। একটি দেশের স্বাধীনতার প্রতীক দেশটির জাতীয় পতাকা।

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিশ্বের সেরা অর্থবহ পতাকার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। ওই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশ। তালিকার ১০টি দেশের জাতীয় পতাকার গড়ন ও অর্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশগুলোর ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বীরত্ব।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ রং এদেশের প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক। আর সবুজের মাঝে থাকা লাল বৃত্ত উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের রক্তের প্রতীক। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার এ নকশা ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে অনুমোদিত হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহৃত পতাকার উপর ভিত্তি করে এই পতাকা নির্ধারণ করা হয়, তখন মধ্যের লাল বৃত্তে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল, পরবর্তীতে পতাকাকে সহজ করতেই, মানচিত্রটি বাদ দেয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, জাপানের জাতীয় পতাকার সাথে মিল রয়েছে, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে বাংলাদেশের সবুজের স্থলে, জাপানীরা সাদা ব্যবহার করে। লাল বৃত্তটি একপাশে একটু চাপানো হয়েছে, পতাকা যখন উড়বে তখন যেন এটি পতাকার মাঝখানে দেখা যায়।

১৯৭০ সালের ৭ জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সামরিক কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশ গ্রহণের কথা ছিল। এই লক্ষ্যে ছাত্রদের নিয়ে একটি জয়বাংলা বাহিনী, মতান্তরে 'ফেব্রুয়ারী ১৫ বাহিনী' গঠন করা হয়। ছাত্র নেতারা এই বাহিনীর একটি পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (তৎকালীন ইকবাল হল) ১১৬ (বর্তমান ১১৭-১১৮) নং কক্ষে ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম পতাকার পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম, কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা শিবনারায়ন দাশ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সাধারণ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু ও ছাত্রনেতা ইউসুফ সালাউদ্দিন আহমেদ।

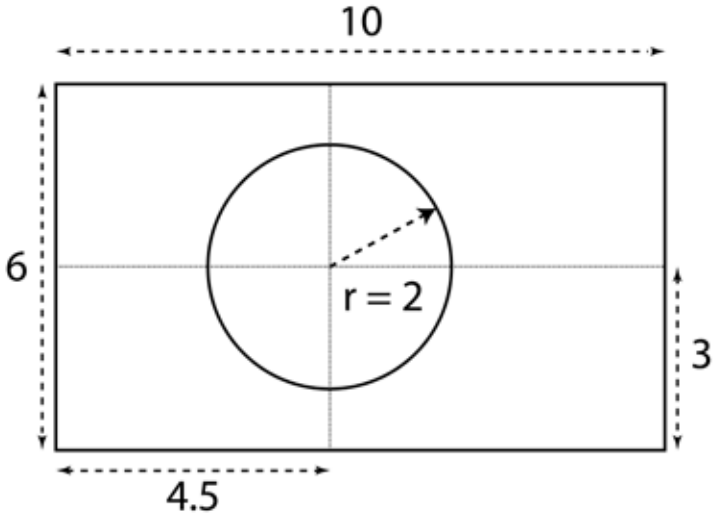

সভায় কাজী আরেফের প্রাথমিক প্রস্তবনার উপর ভিত্তি করে সবার আলোচনার শেষে সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের মাঝে হলুদ রঙের বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কামরুল আলম খান (খসরু) তখন ঢাকা নিউ মার্কেটের এক বিহারী দর্জির দোকান থেকে বড় এক টুকরো সবুজ কাপড়ের মাঝে লাল একটি বৃত্ত সেলাই করে আনেন; এরপর ইউসুফ সালাউদ্দিন আহমেদ ও হাসানুল হক ইনু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আজম হল (বর্তমানে তিতুমীর হল) এর ৩১২ নং কক্ষের এনামুল হকের কাছ থেকে মানচিত্রের বই নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকেন পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। ছাত্রনেতা শিবনারায়ণ দাশ পরিশেষে তার নিপুন হাতে মানচিত্রটি লাল বৃত্তের মাঝে আঁকেন।

১৯৭১ সালের ২রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ছাত্র নেতা আ.স.ম. আব্দুর রব। তিনি সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের চিহ্ন চাঁদ তারা ব্যবহার না করার জন্য নতুন এই প্রতীক তৈরী করা হয়েছিল। সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যক্টবুক অনুযায়ী বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি বুঝাতে পতাকায় সবুজ রং ব্যবহার করা হয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান মার্চ ২৩ তারিখে তার বাসভবনে, স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাক্কালে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার শিবনারায়ণ দাশের ডিজাইনকৃত পতাকার মাঝে মানচিত্রটি বাদ দিয়ে পতাকার মাপ, রঙ ও তার ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন দিতে বলে পটুয়া কামরুল হাসানকে। কামরুল হাসান দ্বারা পরিমার্জিত রূপটিই বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

জাতীয় পতাকা বিধিমালা-১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)- এ জাতীয় পতাকা ব্যবহারের বিধি-বিধান অনুযায়ীঃ

(১) সর্বদা পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) পতাকা দ্বারা মোটরযান, রেলগাড়ি অথ বা নৌযানের খোল, সম্মুখভাগ অথবা পশ্চাদ্ভাগ কোন অবস্থাতেই আচ্ছাদিত করা যাইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের পতাকার সহিত বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করা হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্থান সংরক্ষিত থাকিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুইটি পতাকা অথবা রঙিন পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের পতাকা' ভবনের ডানদিকে উত্তোলন করা হইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে পতাকার সংখ্যা দুইয়ের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে অযুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের পতাকা' মধ্যখানে এবং যুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের পতাকা' মধ্যভাগের ডানদিকে উত্তোলন করা হইবে।

(৬) যেক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের পতাকা' অন্য পতাকার সহিত আড়াআড়িভাবে কোন দণ্ডে দেয়ালের বিপরীতে উত্তোলন করা হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকা অন্য পতাকার ডানদিকে আড়াআড়িভাবে থাকিবে (আড়াআড়িভাবে যুক্ত পতাকা দুইটির দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির বামদিকে) এবং পতাকা দণ্ডটি অন্য পতাকা দণ্ডের সম্মুখভাগে স্থাপিত হইবে।

(৭) 'বাংলাদেশের পতাকা'র উপরে অন্য কোন পতাকা বা রঙিন পতাকা উত্তোলন করা যাইবে না।

(৮) 'বাংলাদেশের পতাকা' শোভাযাত্রার মধ্যভাগে বহন করা হইবে অথবা সৈন্য দলের অগ্রগমন পথে শোভাযাত্রার ডানদিকে বহন করা হইবে।

(৯) মর্যাদার প্রতীক সম্বলিত ঢালে অযুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের পতাকা' মধ্যভাগে এবং সর্বোচ্চ কেন্দ্রে থাকিবে এবং যুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে ঢালের ডানদিকে শীর্ষে (ঢালের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির বামদিকে) বাংলাদেশের পতাকা স্থাপন করা হইবে।

১০. যেক্ষেত্রে অন্য কোন দেশের সহিত 'বাংলাদেশের পতাকা' একত্রে উত্তোলন করা হয়, সেক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের পতাকা' প্রথমে উত্তোলন করিতে হইবে এবং নামাইবার সময় সর্বশেষে নামাইতে হইবে।

১১. যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক দেশের পতাকা প্রদর্শিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিটি পতাকা পৃথক পৃথক দণ্ডে উত্তোলন করা হইবে এবং পতাকাসমূহ প্রায় সমান আয়তনের হইবে।

১২. যেক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের পতাকা' অর্ধনমিত থাকে, সেক্ষেত্রে প্রথমে সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত উত্তোলন করা হইবে এবং অতঃপর নামাইয়া অর্ধনমিত অবস্থায় আনা হইবে। ঐ দিবসে নামাইবার সময় পুনরায় উপরিভাগ পর্যন্ত উত্তোলন করা হইবে, অতঃপর নামাইতে হইবে।

১৩. যেক্ষেত্রে দণ্ডের উপর ব্যতীত অন্যভাবে কোন দেয়ালের উপর 'পতাকা' প্রদর্শিত হয়, সেক্ষেত্রে উহা দেয়ালের সমতলে প্রদর্শিত হইবে। কোন পাবলিক অডিটোরিয়াম বা সভায় 'পতাকা' প্রদর্শন করিতে হইলে উহা বক্তার পশ্চাতে উপরের দিকে প্রদর্শিত হইবে। যেক্ষেত্রে রাস্তার মধ্যখানে পতাকা প্রদর্শিত হয়, সেক্ষেত্রে উহা খাড়াভাবে প্রদর্শিত হইবে।

১৪. কবরস্থানে 'জাতীয় পতাকা' নিচু করা যাইবে না বা ভূমি স্পর্শ করান যাইবে না।

১৫. 'পতাকা' কোন ব্যক্তি বা জড় বস্তুর দিকে নিম্নমুখী করা যাইবে না।

১৬. 'পতাকা' কখনই উহার নিচের কোন বস্তু যেমন- মেঝে, পানি বা পণ্যদ্রব্য স্পর্শ করিবে না।

১৭. 'পতাকা' কখনই আনুভূমিকভাবে বা সমতলে বহন করা যাইবে না, সর্বদাই। ঊর্ধ্বে এবং মুক্তভাবে থাকিবে।

১৮. 'বাংলাদেশের পতাকা' কোন কিছুর আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদা বা পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতাসহ সমাধিস্থ করা হয়, তাঁহার শবযানে পতাকা আচ্ছাদনের অনুমোদন প্রদান করা যাইতে পারে।

১৯. 'পতাকা' এমনভাবে উত্তোলন, প্রদর্শন, ব্যবহার বা সংরক্ষণ করা যাইবে না, যাহাতে উহা সহজেই ছিঁড়িয়া যাইতে পারে বা যে কোনভাবে ময়লা বা নষ্ট হইতে পারে।

২০. কোন কিছু গ্রহণ, ধারণ, বহন বা বিলি করিবার নিমিত্ত 'পতাকা' ব্যবহার করা যাইবে না।

২১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন শর্তাবলী (যদি থাকে) এবং লিখিত অনুমোদন ব্যতীত, কোন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্বোধন, পেশা বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের 'পতাকা' কোন ট্রেড মার্ক, ডিজাইন, শিরোনাম অথবা কোন প্যাটেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

২২. যেক্ষেত্রে 'পতাকা'র অবস্থা এমন হয় যে, উহা আর ব্যবহার করা না যায়, সেক্ষেত্রে উহা মর্যাদা পূর্ণভাবে, বিশেষ করিয়া সমাধিস্থ করিয়া, নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

২৩. 'পতাকা' দ্রুততার সহিত উত্তোলন করিতে হইবে এবং সসম্মানে নামাইতে হইবে।

২৪. 'পতাকা' উত্তোলন ও নামাইবার সময়এবং প্যারেড পরিক্রমণ ও পরিদর্শনের সময় উপস্থিত সকলে 'পতাকা'র দিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবেন।

২৫. যেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পতাকা' উত্তোলন করা হয়, সেক্ষেত্রে একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হইবে। যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং 'জাতীয় পতাকা' প্রদর্শিত হয়, তখন উপস্থিত সকলে 'পতাকা'র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন। ইউনিফর্ম-ধারীরা স্যালুট-রত থাকিবেন। 'পতাকা' প্রদর্শন না করা হইলে, উপস্থিত সকলে বাদ্য যন্ত্রের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন, ইউনিফর্ম-ধারীরা জাতীয় সঙ্গীতের শুরুহইতে শেষ পর্যন্ত স্যালুট-রত থাকিবেন।

২৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত, 'জাতীয় পতাকা' অর্ধনমিত করা যাইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের

প্রধান (যে দেশের নিকট তিনি আস্থাভাজন) ইচ্ছা করিলে ঐ সকল দিবসে 'পতাকা' অর্ধনমিত রাখিতে পারিবেন, যে সকল দিবসে উক্ত দেশে, সরকারীভাবে 'পতাকা' অর্ধনমিত রাখা হয়। পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নির্দেশনাবলি রয়েছে আইনে,

১. মোটর গাড়ী, নৌযান এবং উড়োজাহাজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'পতাকা' উত্তোলিত থাকিবে, তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ কারণে ভবনসমূহে রাত্রে 'পতাকা' উত্তোলিত রাখা যাইতে পারে, যেমন- সংসদের রাত্রের অধিবেশন চলাকালীন অথবা রাষ্ট্রপতি, অথবা মন্ত্রীগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়।

২. যেক্ষেত্রে মোটর গাড়ীতে 'পতাকা' প্রদর্শন করা হয়, সেইক্ষেত্রে গাড়ীর চেসিস অথবা রেডিয়েটর ক্যাপের ক্ল্যাম্পের সহিত পতাকা দন্ড দৃঢ়ভাবে আটকাইতে হইবে।

৩. 'পতাকা'র উপর কোন কিছু লিপিবদ্ধ করা যাইবে না বা ছাপান যাইবে না। কোন অনুষ্ঠান বা অন্য কোন উপলক্ষে 'পতাকা'র উপর কোন কিছু লিপিবদ্ধ করা যাইবে না।

৪. উপরে বর্ণিত এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত উক্ত বিধিসমূহের অনুসরণ ব্যতীত, অন্য কোনভাবে 'পতাকা' ব্যবহার করা যাইবে না।

৫. সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক 'পতাকা'র ব্যবহার এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিশেষ বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

বিশ্বকাপের সময় অনেক ক্রীড়া প্রেমী তাঁদের পছন্দের দেশের পতাকা উত্তোলন করে থাকেন। তাঁদের জন্য নির্দেশনা হচ্ছে–

১. বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনসমূহের চ্যান্সারী ভবন এবং কনস্যুলার অফিসসমূহে বিদেশের 'জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করা যাইতে পারে। অধিকন্তু, কূটনৈতিক মিশনসমূহের প্রধানগণ তাঁহাদের সরকারী ভবন এবং মোটর গাড়ীতে তাঁহাদের জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করিতে পারিবেন।

২. বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভ্রমণকালীন সময়ে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীর সম্মানিত বিদেশী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজস্ব পতাকা অথ বা নিজস্ব পতাকা না থাকিলে তাঁহাদের দেশের জাতীয় পতাকা তাঁহাদের অফিসিয়াল বাসভবনে এবং মোটর গাড়ীতে উত্তোলন করিতে পারিবেন:
(ক) রাষ্ট্রপ্রধান;
(খ) ভ্রমণরত প্রধানমন্ত্রী;
(গ) বিদেশী সরকারের মন্ত্রীবর্গ।

৩. বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনসমূহ কোন উপলক্ষে, যেমন- জাতীয় দিবসসমূহে কূটনৈতিক মিশন প্রধানের বাসভবন বা চ্যান্সারী ব্যতীত, যে স্থানে সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইবে, সেইস্থানে তাঁহাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের 'পতাকা' ও সম্মানজনক স্থানে পাশাপাশি উত্তোলন করিতে হইবে।
উপরিউক্ত বিধিতে উল্লিখিত সুবিধাদি কেবলমাত্র সেই সকল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহারা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকেও অনুরূপ সুবিধা প্রদান করিবে।

৪. উপরিউক্ত বিধিসমূহের বর্ণনা ব্যতীত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ব্যতীত, বিদেশী রাষ্ট্রের পতাকা কোন গাড়ীতে বা ভবনে উত্তোলন করা যাইবে না।
এছাড়াও, পৃথক পৃথক স্থানে পতাকা উত্তোলনের জন্য কিছু নির্ধারিত নীতিমালা হয়েছে। যেমন–

- ভবনে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো– ১০ ফুট * ৬ ফুট, ৫ ফুট * ৩ ফুট, ২.৫ ফুট /১.৫ ফুট।
- মোটরগাড়িতে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো– ১৫ ইঞ্চি* ৯ ইঞ্চি, ১০ ইঞ্চি *৬ ইঞ্চি।
- আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য টেবিল পতাকার মাপ হল– ১০ ইঞ্চি * ৬ ইঞ্চি।

এখানে উল্লেখ্য, সরকার ভবনের আয়তন অনুযায়ী এবং প্রয়োজনে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে বড় আয়তনের পতাকা প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করতে পারবে।

কিছু বিশেষ দিনে সারা দেশের সরকারী- বেসরকারী সবধরনের অফিসে জাতীয় পতাকা উড়ানোর নির্দেশনা আছে আইনে। দিবসগুলো হলো– স্বাধীনতা দিবস (২৬ শে মার্চ), বিজয় দিবস (১৬ই ডিসেম্বর) এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিতঅন্য যেকোন দিন। এছাড়াও শহীদ দিবস (২১শে ফেব্রুয়ারী) এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য যেকোন দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্যে আইনে বলা আছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ

৪ (১) মতে- 'প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হচ্ছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত' থাকবে। পতাকা বিধি মতে, পতাকার রঙ হবে গাঢ় সবুজ (প্রুসিয়ান গাঢ় সবুজ এইচ-২ আর,এস, হাজারে ৫০ ভাগ) এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল (প্রুসিয়ান উজ্জ্বল কমলা রং এইচ-২ আর. এস ৬০ হাজারের ভাগ) বৃত্ত থাকবে। ১০:৬ অনুপাতে আয়তাকার হবে। পতাকার লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে পতাকার মোট দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ। বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর অবস্থান হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের ৯/১০ অংশ থাকে টানা লম্বের এবং প্রস্থের মাঝখান দিয়ে টানা অনুভূমিক রেখার ছেদবিন্দুতে।

আইন অমান্যকারীদের শাস্তি

জাতীয় পতাকার জন্যে এই আইন ১৯৭২ সালে প্রণীত হলেও ২০১০ সালের আগ পর্যন্ত এই আইন অমান্যকারীদের জন্যে কোন শাস্তির বিধান ছিলোনা। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ২০ জুলাই জাতীয় সংসদে একটি নতুন বিল পাশ হয় যার দ্বারা এই আইনে শাস্তির বিধান সংযোজন করা হয়।

পাশ হওয়া বিল অনুযায়ী, অমান্যকারীদের জন্যে ১ বছরের কারাদন্ড বা ৫০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

■ সংকলন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

আমার জীবনে এগিয়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। এমন একটা সমাজে আমার বেড়ে ওঠা যেখানে মেয়েদের গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত লেখাপড়াই ছিল কঠিন, স্কাউটিং বা এক্সট্রাকারিকুলাম এক্টিভিটিস এর সাথে সংযুক্ত থাকা অনেক দূরের ব্যাপার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই সমাজ বই এ স্কাউটিং সম্পর্কে পড়ে স্কাউটিং এর প্রতি ভালোলাগা কাজ করতে শুরু করে। বিটিভিতে স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান অগ্রদূত দেখতাম আর নিজে স্কাউটিং এ যোগ দেবার জন্য আম্মু-আব্বুকে অনুনয়-বিনয় করতাম। আমাদের স্কুলটা ছিলো মিশনারী স্কুল। অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হতো, আমাদের স্কুল আবার জেলায় স্কাউটিং এর দিক থেকে সেরা ছিলো। আব্বুকে অনুরোধ করতে করতে অবশেষে ২০০৯ এ অনুমতি পেলাম এই আন্দোলনের সাথী হওয়ার। সংযুক্ত হতে পারলেও স্কুলে থাকাকালীন জাতীয় দিবস আর স্কুলের প্রোগ্রাম ছাড়া কোন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিলো না। ডে-ক্যাম্প হতো স্কুলে, ব্যস এটুকুই।

মাধ্যমিক শেষ আবারও বাধার মুখে পড়তে হয়। দুই বছরের জন্য দূরে থাকতে হয় প্রিয় সংগঠনের কাছ থেকে। উচ্চ মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে ভর্তি হলাম জেলার সবচেয়ে বড় কলেজে, নোয়াখালী সরকারি কলেজে। এখানেএসে আবার সুযোগ হয় স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রতিদিন কলেজে আসার পথে জেলা স্কাউট ভবন দেখতাম আর স্কাউটিং এ ফিরে আসার দৃঢ় বাসনা মনে গেঁথে নিলাম। সহচর ভর্তি কার্যক্রমের প্রথম দিনেই প্রথম ফর্মটা আমিই নিয়েছিলাম। তারপর সহচর বরণ আর ক্রু-মিটিং এ আসা। শুরু হলো আমার পথ চলা।

ফটোগ্রাফির প্রতি একটা দূর্বলতা আমার ছোট থেকেই ছিলো। একদিন ফেসবুকে দেখতে পেলাম বাংলাদেশ স্কাউটস ফটোগ্রাফির একটা কোর্স করাবে, আগ্রহ বেড়ে গেলো দ্বিগুণ কিন্তু শর্ত হলো ডিএসএলআর ক্যামেরা লাগবে। মন খারাপ হলো কারণ ক্যামেরা আমার ছিলো না। একাদশ জাতীয় রোভার মুটে পরিচয় হয়েছিলো জন্যজয় দাদার সাথে, উনি খুব ভালো ছবি তুলতেন। ওনার সাথে ফেইসবুকে সংযুক্ত হওয়ার পর ওনাকে মনের ইচ্ছেটা জানাই। উনিও বেশ খুশি হয়ে অনুপ্রেরণা দিলেন আর বললেন আগ্রহটাই প্রধান বিষয় তুমি পরের বার আবেদন করো ক্যামেরা না হয় আমারটাই

দিব তোমাকে। প্রচন্ড খুশি হয়েছিলাম আর উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিলো আগের চেয়ে কয়েকগুণ। এরপরের সার্কুলারে আব্বু অসুস্থ থাকায় অংশগ্রহণ করা হলো না। পরের বছর অংশগ্রহণ করতে পারি নি আমার পরীক্ষা ছিলো বলে। ঠিক সেই বছরেই এপ্রিল মাসে সংবাদ পাঠ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্স এর চতুর্থ ব্যাচ এর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। প্রমিত ভাষাতে সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলার ইচ্ছা থেকেই মনে মনে ঠিক করলাম এবার এই কোর্সে যেভাবেই হোক আমাকে যেতে হবে। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করলাম। রোজার ঈদের পরদিন একটা মেইল আসলো অডিশনের জন্য। মেইলটা পেয়ে সবার আগে জন্যজয় দাদাকেই কল করেছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না স্ক্রিপ্টটা নিয়ে কি করতে বলা হয়েছিলো উনি খুব সুন্দর করেই বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলেন। তারপর মোটামুটি নিজের মত করে অনুশীলন করলাম। মূল সমস্যা দেখা দিলো এবার, বাসায় আব্বু আম্মুকে বিষয়টা জানানোর পর সরাসরি আমাকে না করে দেওয়া হয়। খুব কষ্ট হচ্ছিলো কারণ এটা আমার স্বপ্নের জায়গা ছিলো। ভাইয়াকে বিষয়টা শেয়ার করলে উনি রাজি হলেন স্ক্রিপ্ট প্রিন্ট করে এনে দেওয়া ও ভিডিও তৈরি করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আম্মু শুনেই খুব কড়াভাবে নিষেধ করে দিলেন। অডিশনের ভিডিও জমা দেবার শেষ সময় চলে আসছিলো খুব দ্রুত। নিজের মাঝে কষ্ট গুলোকে লুকিয়ে রাখছিলাম কিন্তু ইচ্ছা শক্তিকে দমে যেতে দিই নি। অডিশনের ভিডিও জমা দেওয়ার শেষ দিন ইউনিফর্মটা লুকিয়ে ব্যাগে করে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলেজে চলে গেলাম। কিন্তু ভিডিও তৈরি করার মতো কোন পরিবেশই পাচ্ছিলাম না, তার উপর স্ক্রিপ্টটাও প্রিন্ট করাতে পারছিলাম না। এরপর কল করলাম ইফতি ভাইয়াকে, ভইয়া আবারও স্ক্রিপ্টটা পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত বেলা ২টার সময় রোভার ডেনে আমার দলের কয়েকজন রোভারের সহযোগিতায় ভিডিওটা তৈরি করলাম। ভিডিও জমাদেবার শেষ সময় ছিলো বিকেল ৫টায়। ভিডিও তৈরি করতে করতে মোটামুটি বেলা ৩ টা বেজে গিয়েছিলো। এরপর দেখা দিলো নতুন সমস্যা, নেটওয়ার্ক স্লো ভিডিও পাঠানো যাচ্ছিলো না। আমি এর আগে কখনো কাউকে মেইল করি নি, আর অডিশনের সিস্টেম ছিলো ভিডিও তৈরি করে গুগল ড্রাইভে আপলোড করে তারপর ওই ভিডিও এর লিংক মেইল

করতে হবে। বিকেলে ৪ টার দিকে আবারো কল করলাম ইফতি ভাইয়াকে। ভাইয়া সব বুঝিয়ে বলে দিলেন, আমিও ভাইয়ার কথা মত কাজ গুলো শেষ করে সময় ফুরানোর মিনিট পাঁচেক আগে ভিডিও জমা দিলাম। ভাইয়া আমার ভিডিওটা দেখে বেশ খুশি হলেন এবং বললেন আমি সুযোগ পাওয়ার মত যোগ্যতা রাখি। ওই দিন কলেজ থেকে বিকেলে মামার বাসায় চলে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যায় মামা আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে আম্মু তখন মাগরিবের নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ শেষ করে উঠেই আমি কিছু বলার আগেই কষে একটা থাপ্পড় মেরেছিলেন গালে। থাপ্পড়ের আঘাতে আমার কান প্রায় বন্ধ হওয়ার অবস্থা, তারপর রেগে গিয়েই বললেন তোমাকে নিষেধ করার পরেও তুমি ইউনিফর্ম নিয়ে লুকিয়ে চলে গিয়েছো তোমার স্কাউটিং বন্ধ করছি আমি। কাঁদতে কাঁদতে নিজের রুমে চলে গেলাম। এরপর মামা আম্মুকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলার পর আম্মুর মাথা ঠান্ডা হলো। কোর্স শুরুর তিন কি চার দিন আগে আমাদের অডিশনের রোজাল্ট বের হলো। আর লিস্টে সবার আগে আমার নামটাই ছিলো। ওই মুহূর্তটা ছিলো আমার জীবনের অন্যতম সুন্দর ও আনন্দের মুহূর্ত। আমার সব কষ্ট সফল হলো।

এরপর কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য ঢাকা যাওয়া। মনে মনে একটা জিনিসই বাজছিলো প্রথম হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছি আমি আর সেটাই আমার স্বপ্ন পূরণের একধাপ এগিয়ে যাওয়া জন্য।

শামস হল, ঠিক নয়টায় শুরু হলো আমার কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এরপরেই সবার সাথে পরিচিত হওয়া আর মজা করতে করতে বাংলা বাচন এবং বচন সম্পর্কে অজানা অনেক কিছু শেখা। আমি প্রথম যখন সংবাদ পাঠ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এর বেসিক কোর্সটা করি তখন যা উপলব্ধি করলাম তা হলো বাংলা সম্পর্কে এতগুলো বছর কিছুই শিখতে পারি নি এবং বাংলা ভাষায় শুদ্ধভাবে কথা বলাটা আসলেই অনেক কঠিন। এও উপলব্ধি করলাম যে ওখানকার যাঁরা প্রশিক্ষক ছিলেন তাঁদের মত যদি বাংলাদেশের সকল শিক্ষক হতেন তাহলে বাংলাদেশের কোন শিক্ষার্থীই ফেইল নামক শব্দের সাথে পরিচিত হতো না। ওই কোর্সে শ্রদ্ধেয় শাহরিয়ার স্যার একটা কথা বলেছিলেন ওনার মেয়ে বুশরা শাহরিয়ারকে নিয়ে। স্যারের বাড়িও নোয়াখালীতেই, বুশরা আপু সংবাদ উপস্থাপনা বিষয়ক একটি কোর্স করেছিলেন একটা নামকরা প্রতিষ্ঠানে এবং কোর্স শেষ হওয়ার দিন ওখানকার একজন আপুকে ইন্ডিকেট করে বলেছিলেন নোয়াখালীর মানুষ যতই চেষ্টা করুক প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারে না কখনো। আপুর বিষয়টা নিয়ে মন খারাপ হয়েছিলো কিন্তু উনি হাল ছাড়েননি; বরং চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং উনি কয়েকটা চ্যানেলে সংবাদ পাঠিকা হিসেবে কাজও করেছেন। বর্তমানে আপু একজন নাম করা সংগীত শিল্পী। এটা স্যার আমাদের উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন যাতে ভুল ত্রুটি হলেও হাল না ছাড়ি আমরা কেউ কখনো।

যাই হোক বেসিক কোর্স সফল ভাবে শেষ করার পর একই বছর ডিসেম্বর মাসে আমাদের জন্য হায়ার কোর্সের আয়োজন করা হয় আবার। আমি সৌভাগ্যক্রমে সেই কোর্সেও সুযোগ পাই। এই কোর্সটি ছিলো আগের কোর্সের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার। আগের কোর্সে বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহারে কতটা কাঁচা ছিলাম তা জেনেছিলাম এবং সবকটি অক্ষর এর উচ্চারণও কতটা কঠিন তা জেনেছি। কিন্তু এই কোর্সে ওই কঠিন বিষয়গুলো কিভাবে সহজে রপ্ত করতে হয় সে সম্পর্কে শিখেছি। শুদ্ধ ভাষা এবং প্রমিত ভাষায় পার্থক্য জানলাম। ওই কোর্সে আমাদের নানারকম ইয়োগা এবং উচ্চারণের যন্ত্র সমূহের ব্যায়াম করানো হয় এটা ছিলো আমার জীবনের অন্য রকম এক অভিজ্ঞতা। আমাদের ট্রেইনার শ্রদ্ধেয় গোলাম সারোয়ার স্যার আমাদের উচ্চারণ ঠিক করার জন্য গান, কবিতা, খেয়াল ইত্যাদির প্রয়োগ করেন। আমি এখনো ভুলি নি 'বাওভাসফোটো' শব্দটি। কি অসাধারণ ভাবে অভিনয় করে অর্থ তিনি বুঝেয়েছিলেন। বিভিন্ন রকম মেডিটেশন থেকে শুরু করে জিহ্বা, চোয়াল, শ্বাস বড় করার জন্য ব্যায়াম শিখিয়েছেন। আজও যখন এগুলো বাড়িতে অনুশীলন করি মনে পড়ে স্যার এর সেই প্রানবন্ত চমৎকার ক্লাস গুলোর কথা।

একটা কথা বললেই নয়, স্যারের কাছে যখন একটা অটোগ্রাফ চাইলাম উনি নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম যখন বললাম ফৌজিয়া, খুশি হয়ে বললেন "বিজয়ীনি তুমি। কল্যান হোক তোমার।" মনে যেন একটা শান্তির পরশ বয়ে গেলো। আমার চলার পথে এমন ছোট ছোট আর্শিবাদ গুলোই আমাকে স্বপ্নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওই কোর্সের আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা হলো সালাহ-উদ দীন স্যার এর কাছ থেকে পাওয়া কালো কলম। ওই কালো কলমটাও আমার জন্য একটা দোয়া ছিলো ওই কোর্সে। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো ইফতি ভাইয়ার মত এমন একজন মেন্টরকে পাওয়া। আমার প্রথম কোর্সেই ভাইয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং এরপর থেকেই নানাভাবে অনুশীলন ও জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাপোর্ট দিয়ে সহায়তা করেছেন।

এই দুটো কোর্স শেষ করার পর ২০১৯ এর জানুয়ারিতে আমি অগ্রদূতে সংবাদ পাঠের জন্য কল পাই। ওটা ছিলে আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত গুলোর মধ্যে একটি। শ্রদ্ধেয় ইমরান-উজ-জামান স্যার আমাকে প্রথম থেকেই দিক নির্দেশনা দিতেন। ওই দিন কল করেই বললেন, 'তোমার সামনে কি আছে ওটা পড়ো।' কোন কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না, যাই হোক সামনে থেকে একটা বই খুলে পড়া শুরু করলাম। উনি কিছুটা শুনেই বললেন ঠিক আছে তুমি ২৮ তারিখ আসো অগ্রদূতের শ্যুটিং হবে। তখন শুভ পরিণয় হলো আমার এত দিনের সাধনার। ছোটবেলা যে অনুষ্ঠান দেখে আমি স্কাউট হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি, সৃজনশীল কাজে নিজেকে যুক্ত করার আগ্রহকে জিইয়ে রেখেছিলাম, সেই অনুষ্ঠানেই কাজ করব আজ আমি এর চেয়ে সুন্দর পরিণয় আর কি হতে পারে আলহামদুলিলাহ! আমি জীবনের এত গুলো বছর পর বুঝতে পারলাম পরমকারণাময় কি বিশেষত্ব দিয়েছেন আমার মাঝে।

চ্যালেঞ্জিং কাজগুলো আমার সব সময়ই ভালো লাগে আর এবারের কাব ক্যাম্পুরীতে সমাচারে কাজ করাটাও আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিলো। আমার টিমমেটেরা বিশেষ করে জন্মজয় স্যার যথেষ্ট সহায়তা করেছেন আমাকে কাজ গুলো করতে। শাহরিয়ার স্যার, সালাহ-উদ-দীন স্যারদের মত মানুষদের খুব কাছে থেকে কাজ শিখতে পেরেছি যার প্রতিচ্ছবি আমার এই লেখা। জানিনা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছি বা নিজের লেখার উন্নয়ন করতে পেরেছি কিন্তু আসল কথা হলো আমি এই ডিপার্টমেন্ট এবং এই ডিপার্টমেন্ট এর সকল কারিগরিগণের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার এই পথ চলা সবে শুরু হলো ওনাদের হাত ধরেই এই পথকে আরো দীর্ঘ করতে চাই যতদিন বেঁচে আছি। ইনশাআলাহ পরের কাজ গুলো আরো নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করব।

■ লেখক: **ফৌজিয়া আমীন পুনম**
রোভার মেট
নোয়াখালী সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ

জোকস

০১.
তখন শীতকাল চলছিল। একদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিন হোজ্জার কাছে এক লোক এসে বলল: মোল্লা সাহেব! শুনেছি আপনি অনেক জ্ঞানী মানুষ তাই আমি এলাম আপনার কাছে কিছু শিখব বলে। নাসিরউদ্দিন বললেন: ঠিক আছে শিখতে চাইলে এখানে বসো। লোকটি বসল। কিছুক্ষণ পর মোল্লার স্ত্রী একটি বাটিতে করে জ্বালানো কয়লা দিয়ে গেলেন ঘর গরম করার জন্য। কয়লা যখন নিবু নিবু তখন নাসিরউদ্দিন তাতে ফুঁ দিতে লাগলেন আগুনের তাপ বাড়ানোর জন্য। এ কথা শুনে লোকটি বলল: হুজুর! কয়লাতে ফুঁ দিচ্ছেন কেন? উত্তরে মোল্লা বললেন: এতে আগুন বাড়ে আর ঘর গরম হয়। তখন লোকটি বলল: যাক একটা নতুন জিনিস শিখলাম। ফুঁ দিলে গরম হয়।

এর কিছুক্ষণ পর মোল্লার স্ত্রী দু'কাপ চা দিয়ে গেলেন। মোল্লা চা খাওয়ার সময় আবার ফুঁ দিতে লাগলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল: এখন ফুঁ দিচ্ছেন কেন? জবাবে মোল্লা বললেন: এতে চা ঠাণ্ডা হবে। তখন লোকটি বলল: এটা কেমন কথা? ফুঁ দিলে গরম হয় আবার ঠাণ্ডাও হয়? আপনি দেখছি আমার থেকেও বোকা। আপনার কাছে আর কি শিখব!

০২.
মোল্লা নাসিরউদ্দিন হোজ্জা তখন কাজী। একদিন দু'জন লোক এল বিচার নিয়ে। একজনের অভিযোগ, আরেকজন তার কান কামড়ে দিয়েছে।

অভিযুক্ত বলল, না হুজুর! ও নিজেই নিজের কান কামড়েছে।

বাদি বলল, তা কী করে সম্ভব! কেউ কি নিজের কান কামড়াতে পারে?

মোল্লা দোটানায় পড়লেন। বললেন, 'আগামীকাল এসো। কাল রায় দেব।'

এরপর মোল্লা বাড়ি ফিরে নিজের কান কামড়াতে চেষ্টা করলেন। লাফিয়ে নিজের কান মুখে আনার চেষ্টা করেতে লাগলেন। একসময় উল্টে পড়ে তার মাথা ফেটে গেল।

পরদিন রায় দিলেন, ও নিজেই নিজের কান কামড়েছে। নিজে শুধু কান কামড়ানো যায় না মাথাও ফাটানো যায়।

■ সংগ্রহ: রোভার মৃত্যুঞ্জয় দাশ প্রবাল
ঢাকা জেলা রোভার

মজার ১০ ধাঁধাঁ

০১. এক কিশোরী কিছুদিন হলো গাড়ি চালাতে শিখেছে। তো হলো কি, একদিন সে একটি একমুখো (ওয়ান ওয়ে) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু উল্টোদিক দিয়ে। ওই রাস্তায় কিন্তু দারুণ কড়াকড়ি, রাস্তার উল্টোদিকে গেলেই যখন তখন পুলিশ এসে ধরবে। কিন্তু মেয়েটাকে কোনো পুলিশই কিন্তু কিচ্ছু বলল না! কেন বলতে পার? ভেবে দেখ তো স্কাউট বন্ধুরা !

এই তো গেল এক নম্বর ধাঁধা। এ রকম আরো মজাদার ৯টা ধাঁধা মেলাবার চেষ্টা কর দেখি। মেলাতে পারলে তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। আর হ্যাঁ, এই ধাঁধাগুলো ছোটদের জন্য এক মজার ওয়েবসাইট ব্রেইনডেন থেকে নেওয়া।

বাকি ৯ ধাঁধা

০২. আমেরিকায় বসবাসকারী কোনো মানুষকে কেন কানাডায় কবর দেওয়া যায় না?

০৩. কোনো পুরুষের জন্য কি তার বিধবা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করাটা ঠিক হবে?

০৪. এক লোক আয়তকার আঙ্গিকে বাড়ি বানাল। এর সব কটি দিকই দক্ষিণমুখের সুবিধা আছে। এখানেই হেঁটে এল এক তাগড়া ভালুক। ভালুকের গায়ের রং কী?

০৫. তিনটে আপেল থেকে দুটি আপেল তুমি নিয়ে নিলে। তোমার কাছে আর কয়টা আপেল থাকল?

০৬. একটি কুকুর একটি জঙ্গলে কতদূর পর্যন্ত দৌড়াতে পারবে?

০৭. এক ফুটবলের পাগল বলল, সে খেলা শুরু হওয়ার আগেই খেলার স্কোর বলতে পারবে। কীভাবে পারবে?

০৮. তোমাকে বলা হলো আগুন জ্বালাতে। তোমাকে এ জন্য দেওয়া হয়েছে কেরোসিন, কাগজ, মোমবাতি, ম্যাচবাক্স আর উলসুতা। কোনটা আগে জ্বালাবে?

০৯. চীনের ছেলেরা জাপানি ছেলেদের চেয়ে বেশি ভাত খায় কেন?

১০. যে নারীর এক হাতের সব আঙ্গুল নেই, তাকে কোন শব্দ দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে?

স্কাউট বন্ধুরা ধাঁধাঁগুলোর উত্তর ছাপা হবে অগ্রদূত-এর জানুয়ারি-২০২০ সংখ্যায়। তখন মিলিয়ে নিতে কিন্তু ভুল করো না।

■ তথ্যসূত্র: ব্রেইনডেন ওয়েবসাইট

শেষ মূহুর্তের পিএস প্রস্তুতি

- এসএসসি মানে কি?
- এই মূহুর্তে মনে পড়ছে না স্যার।
- কি বলছো! জেএসসি মানে জানো? তুমি তো এটি পাশ করেই এসেছো। কোন ক্লাস শেষে ছিল বলতে পারবে?
- জী স্যার। জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট। ক্লাস এইট শেষ করার পর পরীক্ষাটি হয়েছিল।
- তাহলে এসএসসি মানে কি বলতে পারবে এখন?
- জী স্যার। সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট।

অংশটি ছিল, ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী সৈয়দা সামিয়া রহমান টুশির "পিএস ইভ্যালুয়েশন ক্যাম্প" এর অভিজ্ঞতা থেকে। ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী টুশি সফলতার সাথে পিএস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন এবং সে বর্তমানে ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস্ গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্কাউট বন্ধুদের জন্য ভাবলাম পিএস ইভ্যালুয়েশন ক্যাম্পের ভাইভা সম্পর্কে কিছু কথা লিখি। যদি কাজে এসে যায়, অবশ্যই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।

আপনাদের অনেকের জন্যই ভাইভাগুলো হবে প্রথমবারের মতন জাতীয় পর্যায়ের ভাইভা। আপনারা যারা ইভ্যালুয়েশন ক্যাম্পে অংশ নিচ্ছেন, তারা অবশ্যই আরও কিছু ধাপ পার হয়ে এসেছেন এবং স্কাউটিং বিষয়ক ভাইভা সম্পর্কে ধারণা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। প্রশ্নের ধরণ বা প্রস্তুতি অনেকাংশেই একইরকম মনে হলেও আপনার কাছ থেকে জাতীয় পর্যায়ের ভাইভা বোর্ডের প্রত্যাশা আরও বেশি হবে এটিই স্বাভাবিক। মেট্রোপলিটান বা অঞ্চল পর্যায়ের ভাইভাতে যা হয়েছে তা হলো, সেটি ছিল পরীক্ষার পাশাপাশি আপনাদের একরকম শিক্ষার জায়গা। আর জাতীয় পর্যায়ের ভাইভাটি হবে আপনাদের জন্য পরীক্ষার আরও গভীর একটি ধাপ; যেখানে অবশ্যই আপনি আপনার আগের ধাপ গুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অংশ নিবেন। আমি আমার লেখার মাধ্যমে চেষ্টা করবো, আপনাদের ভাইভা সম্পর্কে আরেকটু পরিষ্কার ধারণা দেয়ার।

পিএস ক্যাম্পে প্রবেশের সাথে সাথেই আপনাকে পর্যবেক্ষণ করা হবে, এটি সবসময় মাথায় রাখতে হবে। কখনই এমন কাজ করা উচিত হবে না যা আপনার সম্পর্কে যে কারো কাছেই নেতিবাচক ধারণা তুলে ধরবে। ভাইভাতে যাওয়ার সময়ও এর ব্যতিক্রম যেন না হয়।

প্রথমত, যে কোন ভাইভাতেই প্রথম পরীক্ষকের চোখে যেটি পরে তা হচ্ছে প্রার্থীর পোশাক এবং অভিগমন। ইংরেজিতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, "First Impression Is The Last Impression"; কাজেই পরীক্ষক আপনাকে প্রথমবার দেখেই আপনার সম্পর্কে যা ধারণা পাবেন তার গুরুত্ব আসলেই অনেক। পিএস ভাইভাতে কখনই পরিপাটি স্কাউট পোশাক ব্যতীত যাওয়া উচিত হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাইভাবোর্ড সময় বা পরিস্থিতি বিবেচনা করে পোশাকের ক্ষেত্রে অন্যকোন নির্দেশনা দিয়ে থাকলে সেই মোতাবেকই যেতে হবে। অবশ্যই ভাইভার জন্য স্কাউট

শেষ মূহুর্তের পিএস প্রস্তুতি

ইউনিফর্ম পরিপাটি এবং আইরন করে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, স্কার্ফটিও যেন পরিষ্কার থাকে। চুল-দাড়ি, নখ কখনই এমন রাখা উচিত নয় যা দৃষ্টিকটু দেখায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জুতা। অবশ্যই কালো জুতা পরতে হবে এবং চেষ্টা করবে ভাইভাতে প্রবেশের আগে জুতা প্রয়োজনে পালিশ/ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে নিতে। মনে রাখবেন, "Shined shoes are sign of gentleman". ইউনিফর্মের সাথে বেমানান কোন জুতা নিয়ে কখনই ভাইবাতে যাওয়া উচিত হবে না।

আমরা জানি স্কাউট সদা প্রস্তুত। যদি আপনাকে হঠাৎ করে কিছু লিখতে, আঁকতে বা দড়ির কোন কাজ করতে বলা হয়? তখন লেখালেখির উপকরণ বা দড়ি কোথায় পাবেন আপনি ভাইবা বোর্ডে এই সুবিধাগুলো ঐ মূহুর্তে নাও পেতে পারেন। তাই ভাইভার প্রস্তুতিতে মাইপ্রোগ্রেস বুক, সার্টিফিকেট, পারদর্শিতা ব্যাজের লগবই, আদর্শ মাপের একটি স্কাউট দড়ি, কলম নিয়ে যাওয়া উচিত।

আপনাকে একটি বোর্ডে ভাইভার জন্য যেই সময়ে উপস্থিত থাকতে বলা হবে, তার মধ্যে উপস্থিত থাকতে না পারা অবশ্যই আপনার নেতিবাচক দিক হিসাবে গণ্য হবে। একজন স্কাউট হিসাবে সময়ানুবর্তি গুণাগুণ আপনার মধ্যে প্রকাশ পাবে এটিই পরীক্ষকদের প্রত্যাশা থাকবে। তাই, অবশ্যই জেনে নিতে হবে আপনার ভাইভা ঠিক কোন সময়ে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এজন্যে ক্যাম্পে উপস্থিত রোভার ভাইয়া-আপুদের সহযোগিতা নিতে কোন দ্বিধাবোধ করার প্রয়োজন নেই। নির্ধারিত সময়ের আগেই আপনি যদি নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আপনার প্রস্তুতিই যে আপনার মধ্যে আরও আত্মবিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। মনে রাখবেন, আপনার প্রস্তুতির একটি বড় অংশ নির্ভর করবে আপনার আত্মবিশ্বাসের উপর।

যে কোন ভাইভা বা ইন্টারভিউতে শুভেচ্ছা বিনিময় একটি খুবই সাধারণ কিন্তু গুরত্বপূর্ণ বিষয়। অনুমতি নিয়ে ভাইভা রুমে প্রবেশের সময় হাসোজ্জ্বল মুখে সালাম, শুভেচ্ছা বিনিময় করে নিবেন। যদি Good Morning বা শুভ সকাল, Good Afternoon বা শুভ অপরাহ্ন বলতে চান, অবশ্যই এই ক্ষেত্রে আপনি ঠিক কোন সময়ে ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হচ্ছেন তা বিবেচনায় রাখবেন। শুভেচ্ছা বিনিময়টি যদি সময় উপযোগী না হয় তাহলে ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে যায় না?

মানুষ কখনই ভুলের উর্দ্ধে নয়। ভাইভা বোর্ডের জিজ্ঞাস করা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই যে আপনার জানা থাকতেই হবে বা আপনি উত্তর দিতে পারবেন এমনটি নয়। যদি কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকে বা মনে না আসে, নর্ম ভাবে বলতে হবে "স্যার, এই মুহুর্তে মনে পড়ছে না'। ভাইভার কোন পর্যায়েই পরীক্ষকের সাথে তর্ক বা বাকবিতন্ডায় জড়ানো উচিত নয়। কেননা স্কাউট চিন্তায়, কথায় এবং কাজে নির্মল। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই ভেবে দেয়ার জন্য আপনি সময় পাবে। কাজেই সেই সময়কে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখবেন, আপনি একজন স্কাউট এবং স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। এর মানে আপনি সদা সৎ ও সত্যবাদী হবেন। ভাইভাতে কখনই অসত্য তথ্যের আশ্রয় নেয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি বরং আপনার সম্পর্কে আরও খারাপ ধারণার জন্ম দিবে। অসত্য তথ্যের আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষকের চোখ কখনই ফাকি দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, জাতীয় পর্যায়ের বাছাইকরণে জড়িত প্রত্যেকেই অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী।

মনে রাখবেন, বাংলাদেশ স্কাউটস কখনই পিএস প্রার্থীদের সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেয় না। বরং, একটি মান বজায় রাখে। আন্তর্জাতিক ভাবে এই পদ্ধতিটির নাম SOS বা Standard Oriented Selection পদ্ধতিটিতে কথিত আছে যে, "Quality should be ensured than the quantity" অর্থাৎ সংখ্যার আধিক্যকে এই পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হয় না, মানসম্মত নির্বাচনই এই পদ্ধতিতে বিবেচ্য। আপনার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে আপনি যেন আপনার বিশ্বাস আপনার আত্মমর্যাদার উপর স্থির রাখতে পারেন। যেন পরীক্ষক আপনার গুণাবলী খুজে সৎ এবং সঠিক পদ্ধতিতেই খুজে নিতে পারেন। কখনই অনাকাঙ্খিত উপায়ে পরীক্ষকের কাছে আকর্ষনীয় হতে যাওয়া কারও কাছেই কাম্য নয়।

"শেষ ভাল যার, সব ভাল তার"– এই কথা কে শুনিনি! বাংলা ব্যকরণের বই থেকে শুরু করে, দৌড় প্রতিযোগিতায় সর্বশেষ অবস্থান পেয়েও আপনি অক্ষত থাকায় আম্মু-আব্বুর স্বস্তিতে; অনেক জায়গায়ই! এটিও ছিল আমাদের শিক্ষার একটি বড় অংশ। যার ফল হয়তো আমরা আজীবন ভোগ করতে পারবো। পিএস ভাইভার ক্ষেত্রেও কথাটি মাথায় রাখতে বলবো আমি। ভাইভা যেমনই হোক, ভাইভা শেষে সালাম এবং হাসজ্জলমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে ভুলবেন না।

পরিশেষে এতটুকুই বলবো, মনে রাখবেন ব্যাডেন পাওয়েল বলেছিলেন "A Scout is never taken by surprise; he knows exactly what to do when anything unexpected happens." কাজেই, যেকোন পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। আপনাদের অভিধান থেকে "হতাশা" শব্দটি মুছে ফেলুন, সামনের দিনগুলোর জন্য শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি নিন। আপনারা সকল ধাপ সফলতার সাথে অতিক্রম করে কাঙ্খিত অর্জন ছিনিয়ে আনবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আজ আর দীর্ঘ করছি না। আবারো কোনদিন কোন প্রসঙ্গে লিখবো। সেই পর্যন্ত ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। নিরন্তর শুভকামনা রইল, দেখা হবে বিজয়ে!

■ লেখক: এস এম সাকিব রহমান খান
সিনিয়র রোভার মেট, ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস

হাঙর নদী গ্রেনেড

মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত কালজয়ী উপন্যাস

উপন্যাসের নাম: হাঙর নদী গ্রেনেড
লেখক: সেলিনা হোসেন
ধরন: মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪৪১২২৯৯৪
প্রকাশক: অনন্যা
মূল্য: ২০০ টাকা

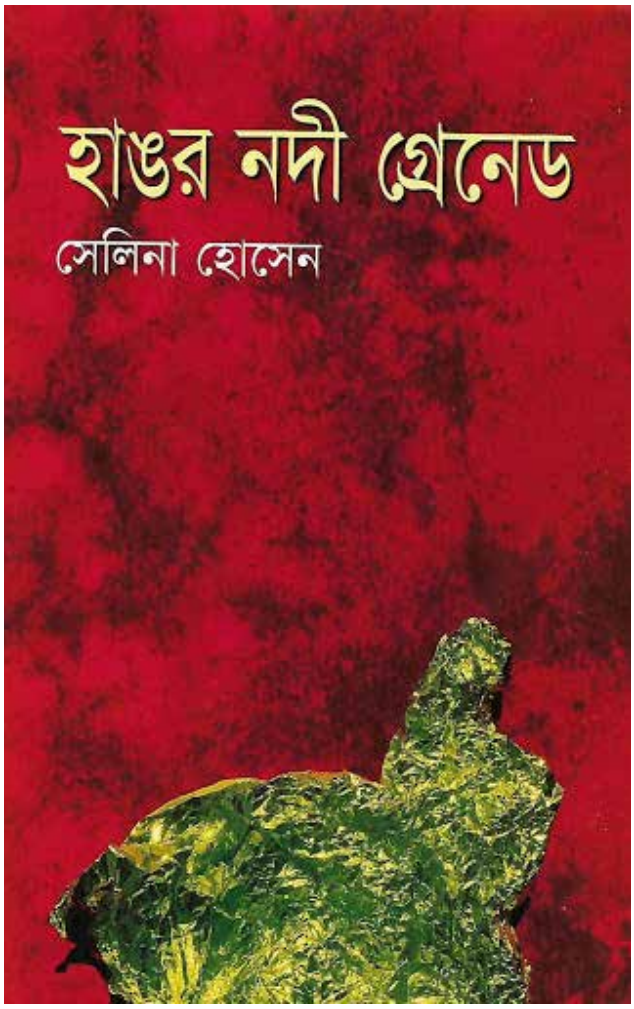

বাংলা সাহিত্যের জননন্দিত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের অন্যতম জনপ্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস হাঙর নদী গ্রেনেড। এক সহজ সরল, গ্রামের সাধারণ মেয়ের বড় হয়ে উঠা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের গল্প বিস্তৃত হয়ে উঠেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালের যশোরের কালীগঞ্জ গ্রামের এক মায়ের সত্য ঘটনা অবলম্বনে সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসটি রচনা করেন। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম হাঙর নদী গ্রেনেড নামে একটি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেন।

হলদিগাঁ গ্রামের এক দুরন্ত কিশোরী বুড়ি। কৈশোর থেকে সে চঞ্চলতায় উচ্ছল, কৌতূহলপ্রবণ, উৎসুক দৃষ্টি, নিবিড়ভাবে দেখা, চমৎকারভাবে মেশা, উচ্ছলতায় ভরপুর। কম বয়সেই বিয়ে হয় তার থেকে বয়সে অনেক বড় বিপত্নীক গফুরের সঙ্গে। গফুরের সংসারে তার আগের স্ত্রীর রেখে যাওয়া সলীম ও কলীম নামে দুটো ছেলে আছে। সংসারজীবন ভালই লাগে বুড়ির। যদিও গফুর বুঝতে পারে না বুড়িকে। আগের বউ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কখন কী বলে, কী করে তা বুঝা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য। অবশ্য কারও সাথে পাছে নেই, কাউকে মন্দ বলে না, কেউ বললে ভ্রুক্ষেপ করে না। এরই মধ্যে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে বুড়ির। সলীম-কলীম থাকলেও তার নিজের গর্ভের সন্তান চায়। অবশেষে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান। বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী রইস। তাতেও ভালোবাসা কমতি হয় না।

কিছুদিন পর গফুর মারা যায়। সলীমের বিয়ে হয় রামিজার সাথে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার কোলজুড়ে আসে একটি সন্তান। কলীমের বিয়ের কথার সময় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বন্ধ হয়ে যায় সব আলোচনা। যুদ্ধের ঢেউ আসে হলদিগাঁয়ে। সেই ঢেউয়ে উথালপাথাল হয়ে যায় বুড়ির সাজানো সংসার। সলীম যায় যুদ্ধে। ভাই সলীম ও মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খবর না দেওয়ায় কলীমকে পাকিস্তানি আর্মি ও তার দোসররা বুড়ির চোখের সামনে নির্মমভাবে খুন করে। যা দেখে বুড়ি বলে: 'কলীম, তোর ঘাড়টা ঝুলে পড়ছে কেন? তুই একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকা। সাহসী বারুদ জ্বালা, দৃষ্টি ছড়িয়ে দে হলদীগাঁয়ের বুকে। মুছে যাক মহামারী, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ। হলদীগাঁয়ের মাটি নতুন পলিমাটিতে ভরে উঠুক।'

কিন্তু পলি ভরার আগে হলদিগাঁয়ের মাটিতে রচিত হয় মর্মন্তুদ এক দৃশ্য। যে দৃশ্যের রচনাকার একজন মা। বুড়ি যার নাম। হাফেজ ও কাদের দুই মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে আশ্রয় নেয় বুড়ির ঘরে। পাকসেনারাও বাড়িতে আসে। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় একজন মা, মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে তার নিজের সন্তানকে তুলে দেয় পাকসেনাদের বন্দুকের নলের মুখে। সন্তানের নাম রইস। মায়ের নাম বুড়ি। যার প্রতীতি এ রকম: 'ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদীগাঁর স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমুলের উজ্জ্বল ধবধবে তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধু রইসের একলার মা নয়।' হাঙর নদী গ্রেনেড তখন মহাকাব্যের আখ্যান হয়ে ওঠে। বুড়ি হয়ে যায় ইতিহাস-কন্যা। আর হলদিগাঁ, বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

■ তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া

তথ্য সংগ্রাহক: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

কাপ্তাই হ্রদে গবেষণা তরী

দেশের সবচেয়ে বড় কৃত্রিম হ্রদ কাপ্তাই। এ হ্রদের মৎস্য সংকটসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষনার উদ্দেশ্যে নামানো হয় একটি বিশেষ গবেষনা তরী। চট্রগ্রাম ভেটেরিনারী ও অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্বাবদ্যালয়ের (সিভাসু) মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের উদ্যেহে তৈরি ও পরিচালিত এ গবেষণা তরীর নাম দেওয়া হয় 'সিভাসু রিসার্স ভেসেল'। জানুয়ারী ২০১৯ পরীক্ষামূলক ভাবে এ তরী কাপ্তাই হ্রদে নামানো হলেও এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোদন হয় ২৯ নভেম্বর ২০১৯। ১৭ মিটার দৈর্ঘ ও ৭ মিটার প্রস্থের দ্বিতল এ গবেষণা তরীটি প্রস্তুত করেছে সুইডেনের একটি জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে রাঙ্গামাটির পুরোনো হেলিপ্যাড এলাকায় এ জাহাজ তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রায় ৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মিত এই নৌযানটিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসহ ৩টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

গঙ্গাঋদ্ধি জাদুঘর

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভরতবর্ষে গঙ্গাঋদ্ধি নামে একটি রাজ্য ছিল। ইতিহাসবিদদের মতে, সেই গঙ্গাঋদ্ধি হচ্ছে আজকের উয়ারী-বটেশ্বর। তাই গঙ্গাঋদ্ধির ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে স্থাপন করা হচ্ছে 'গঙ্গাঋদ্ধি জাদুঘর'।

ইতিহাসে 'গঙ্গাঋদ্ধি' শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে গঙ্গারিডি, গঙ্গারিডাই, গঙ্গারিদাই, গঙ্গারিড়েই, গঙ্গারিদিম, গঙ্গারাইডেস, গঙ্গাহৃদয়, গঙ্গাহৃদি, গঙ্গারাঢ়, গঙ্গারাষ্ট্র ইত্যাদি। তবে গঙ্গার সমৃদ্ধি অর্থে 'গঙ্গাঋদ্ধি' শব্দটি সৃষ্টি হতে পারে বলে ধারোনা ইতিহাসবিদদের। আর দশটা প্রাচিন জাতি বা রাজ্যের মতো প্রাচিন 'গঙ্গাঋদ্ধি' হারিয়ে গেছে। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, সেই 'গঙ্গাঋদ্ধি' হচ্ছে আজকের উয়ারী-বটেশ্বর। তাই গঙ্গাঋদ্ধির ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতেই জাদুঘরটির নামেই নামকরন করা হয়েছে গঙ্গাঋদ্ধি।

১৭ বীরাঙ্গনার মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি লাভ

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের সহোযোগীদের হাতে নির্যাতিত আরও ১৭ জন বীরাঙ্গনাকে সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। এ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ গেজেটে জারী করা হয়। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) ৬৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বীরাঙ্গনারা এ স্বীকৃতি লাভ করেন। নতুন স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিয়ে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনার সংখ্যা হল ৩৩৯।

২৫০০ বছর আগের ধান

এত দিন ধরে বাংলা অঞ্চলে ধান চাষের যে সব প্রমান পাওয়া গেছে, তা আদি 'ইন্ডিকা' জাতের। এবার নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে আড়াই হাজার বছর আগের আরেকটি জাতের ধান চাষের প্রমান পান গবেষকরা। এ ধান 'জাপেনিকা জাতের'। জাপান, থাইলেন্ড ও চীনে এ জাতের ধান এখনো চাষ হয়। কিছুটা আঠালো এ ধানের ভাত পূর্ব এশিয়ার দেম গুলোতে বেশ জনপ্রিয়।

ধান গবেষণা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (IRRI) তথ্য আনুযায়ী, বিশ্বের প্রাচীনতম ধান চাষের প্রমান পাওয়া যায় চীনে। সেখানে খ্রিষ্টপূর্ব ১২,০০০-১১,০০০ অব্দে ধান চাষ হতো। এছাড়া কোরিয়ায় ৮-১০ হাজার বছর আগে এবং ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ৭-৯ হাজার বছর আগে ধান চাষের প্রমান পাওয়া গেছে। তখন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ অংশই ছিল সমুদ্রের নিচে। এই অঞ্চলের ভূখন্ড তৈরি হওয়ার পর অন্যান্য এলাকা থেকে এখানে মানুষের বসতি শুরু করার পর ধান চাষ শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধুকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেবে ঢাবি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক ছাত্র হওয়ায় তাকে এ ডিগ্রি দেওয়া হবে। মজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২০ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রি (মনণোত্তর) দেয়া হবে।

পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাতের সন্ধান

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের একটি হিমবাহের নিচে গভীরতম ভূখন্ত্রে সন্ধান পেয়েছে হিমবাহ বিশেষজ্ঞদের একটি দল। পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার। ডেনমান হিমবাহের নিচে পৃথিবীর গভীরতম এ ভূমি গিরিখাতটি। পাওয়া গেছে। ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ এ আবিষ্কারের ঘাষেণা দেয়। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, আরভিন (ইউসিআই)।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী

৮ ডিসেম্বর ২০১৯ উত্তর ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডের তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন ৩৪ বছর বয়সী সানা মেরিন। ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তিনি ফিনল্যান্ডের তৃতীয় নারী সরকার প্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সানা মেরিন বর্তমানে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। তার জন্ম ১৬ নভেম্বর ১৯৮৫ ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে। সানা মেরিনের আগে বিশ্বের সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইউক্রেনের ওলেসি হংচারুক। বর্তমানে তার বয়স ৩৫ বছর। তিনি ২৯ আগস্ট ২০১৯ ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফিনল্যান্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে আর্নেলি টুয়োলিক্কি জাতেনমাক এবং মারি জোয়ান্না কিভিনিয়েমি।

নক্ষত্রের জন্ম দিচ্ছে ব্ল্যাকহোল!

ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের নাম শুনলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে সবকিছু গিলে ফেলা রহস্যময় এক শক্তির প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এমন এক ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পেয়েছেন, যা ধ্বংস নয়, বরং সৃষ্টিতেও ব্যস্ত। ব্ল্যাকহোলটি নতুন নতুন নক্ষত্রের জন্ম দিয়ে চলেছে নিয়মিত! মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার Chandra x-ray Observatory এবং সহায়ক একাধিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে নতুন এ ব্ল্যাকহোলটির সন্ধান মিলেছে। ব্ল্যাকহোলটির অবস্থান পৃথিবী থেকে ৯৯০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি ছায়াপথের কেন্দ্রে।

■ তথ্য সংগ্রহ: **জন্মজয় কুমার দাশ**
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ নির্দেশিকা

২য় জাতীয় ইফেকটিভ কোয়ালিটি ট্রেনিং ওয়ার্কশপ

স্কাউট শতাব্দী ভবনে বেজমেন্ট ঢালাইয়ের শুভ উদ্বোধন

সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর কন্টিনজেন্ট লিডার ওরিয়েন্টেশন

জামালপুরে জেলা স্কাউট ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

ভাওয়ালের রাজ্যে মৌচাকের রাণীই প্রথম পিআরএস

সময়ের সাথে পালা দিয়ে ক্রমেই পরিবর্তন হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, চাহিদা তথা প্রায় সব কিছু। প্রতিযোগিতার পালায় পিছিয়ে নেই মেয়েরা। বাংলাদেশ স্কাউটসের রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে ১ জানুয়ারি ২০১০ সাল থেকে পরিভ্রমণকারী ব্যাজ (পাঁচ দিনে পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার) অর্জন মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। তখন শুরু হয় নানা আলোচনা সমালোচনা, মেয়েরা কি পারবে পরিভ্রমণ করতে? তারা কি নিরাপত্তা পাবে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে? সব বাধাঁ অতিক্রম করে, নতুন রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে প্রথম পরিভ্রমণ করে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আওতায় গাজীপুর জেলা রোভারে দুইটি মেয়ে ইউনিট। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন রোভার স্কাউট নুসরাত জাহান রাণী।

শিশু ও যুব বসয়সীদের অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জন লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "স্কাউটস" স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী (বর্তমানে ১৭১টি দেশে) যুব শিক্ষা মূলক ও সমাজিক আন্দোলন। ১৯০৭ সালে ব্যাডেন পাওয়েল লন্ডনে এই আন্দোলনের সূচনা করেন।

৬ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে "শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক" উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সুনাগরিক গঠনে কাজ করে যাচ্ছে তিনটি শাখায় "কাব স্কাউট (৬ থেকে ১০+ বয়সী), স্কাউট (১১ থেকে ১৬+ বয়সী) ও রোভার স্কাউট (১৭ থেকে ২৫ বয়সী)"। নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্কাউট সদস্যরা ব্যাজ অর্জনের মাধ্যমে ব্যাজ বা স্তর অতিক্রম করে, অর্জন করে সর্বোচ্ছ অ্যাওয়ার্ড। রোভার স্কাউট শাখার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে, "প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" (পিআরএস)।

বাংলাদেশে মোট পিআরএস-এর সংখ্যা ১৭০ জন। ঘন গজারি গাছের আচ্ছাদিত গহীন লাল মাটির টিলা ভাওয়ালের অরণ্য অঞ্চল গাজীপুর জেলা। বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা রোভারের যাত্রা ১৯৭৬ সালে। গাজীপুর জেলায় প্রথম পিআরএস অর্জন ২০১৯ সালে, মৌচাক ওপেন গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট ইউনিট হতে অর্জন করে এক সংগ্রামী মেয়ে রোভার স্কাউট নুসরাত জাহান রানী।

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ১৯ জানুয়ারি ২০২০ মাহামন্য রাষ্ট্রপ্রতি ও চীফ স্কাউট মোঃ আবদুল হামিদ, রাণীকে পিআরএস অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দেন এবং সনদপত্র হস্তান্তর করেন। রাজশাহী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের মার্স্টাসের শিক্ষার্থী রানী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে সম্পৃক্ততা ও সফলতা অর্জনের কথা উৎসর্গ করা হচ্ছে আগামী প্রজন্মের সকল মেয়েদের উদ্দেশ্যে।

যেভাবে স্কাউট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া

২০০৬ সালে ভাওয়াল মির্জাপুর হাজী জমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে স্কাউটিং যোগদান করি। এসএসসি পাস করে গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু আমাদের কলেজে রোভার স্কাউটিং কার্যক্রম না থাকায় স্কাউটিং এ আমার অংশগ্রহণ থেমে যায়। একদিন মোঃ শাহাবুদ্দিন স্যারের সাথে গাজীপুরে দেখা হলে স্যার আমার খোজ খবর নেন এবং স্কাউটিং বিষয়ে কথা হলে স্যারকে জানাই যে, আমাদের কলেজে স্কাউটিং এর কার্যক্রম নেই। তখন ওনার পরামর্শ অনুযায়ী কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ইউনিট মৌচাক ওপেন স্কাউট গ্রুপে যোগদান করি রোভার স্কাউট হিসেবে। যার গ্রুপ সম্পাদক স্যার নিজেই।

স্বপ্ন দেখা শুরু

বাংলাদশে স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আয়োজনে, ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১, রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুরে "সপ্তদশ রোভার মুট" অনুষ্ঠিত হয়। মুটের অনেক প্রোগ্রামের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম প্রোগ্রাম ছিল পিআরএস রি-ইউনিয়ন। রি-ইউনিয়নেই দেখতে পাই মোঃ হারুন-অর-রশিদ (সাগর) পিআরএস ভাই অ্যাওয়ার্ড পরেছে এবং আমার কৌতুহল জাগে মনে, সাগর ভাইয়ের কাঁধের অ্যাপুলেটটা কিভাবে অর্জন করলেন। আমি জানতে পারি যে তিনি পিআরএস অ্যাওয়ার্ড করেছেন। যা রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ সম্মানজনক একটি অ্যাওয়ার্ড। পরবর্তিতে আমাদের ক্রুমিটিং জানতে পারি যে গাজীপুর জেলাতে কোন পিআরএস নেই। তখন আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে আমি একদিন পিআরএস অ্যাওয়ার্ডটি অর্জন করব। ওখান থেকেই স্বপ্ন দেখা শুরু এবং রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী সকল কাজ ও শর্ত্য পর্যায়ক্রমে পূরণ করতে থাকি।

পরিবার থেকে সহযোগিতা যতটুকু

একজন মেয়েকে স্কাউটিং করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় পারিবারিক সমর্থন। আমর ক্ষেত্রেও আমার পরিবারের সহযোগীতা ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে আমার বাবা জনাব মোঃ নূর বাহাদুর। তিনি আমাকে আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য সব সময় অনুপ্রাণিত করতেন, আমার মা জনাব বিলকিস বেগম ওনার সহযোগিতাও কম ছিল না। বিয়ের পর আমার স্বামী ড. মোঃ সাবিরোজ্জামান, অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার সহযোগীতা ও পরামর্শ আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাকে আরো দৃঢ় করেছে। আমি

ভাওয়ালের রাজ্যে মৌচাকের রাণীই প্রথম পিআরএস

যখন স্কাউটিং কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকতাম তখন তিনি আমাদের সন্তান সুসমি নুর জামান এবং সিয়ারা নুর জামান দুইজনকে সময় দিতেন।

রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে যে ব্যাজ অর্জন বা কাজ করা চেলেঞ্জিং ছিল

রোভার প্রোগ্রামে আমার কাছে সব থেকে চ্যালেঞ্জিং ছিল, পরিভ্রমণকারী ব্যাজ অর্জন করা। এই ব্যাজ অর্জনে রয়েছে মৌচাকের অনেক মধুর স্মৃতি! গাজীপুর টু নরসিংন্দী, ১৯ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে, কম্পাসের সাহায্যে (ডিগ্রী ও কদম অনুসরন করে) রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের শর্ত অনুযায়ী, পাঁচদিনে পায়ে হেঁটে ১৫৯ কিলোমিটার পরিভ্রমণ করি (রোভার প্রোগ্রামে ৫ দিনে ১৫০ কি.মি. পথ পায়ে হেটে অতিক্রম করতে হয়)। এই সময় আমাকে শারিরিক ও মানসিক ভাবে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এই ব্যাজটা অর্জন এর মধ্য দিয়ে। আলোচনা-সমালোচনা, নানা বাধা, জটিলতা, যুক্তি-পাল্টা যুক্তি সব কিছু অতিক্রম করে শুরু হয় পরিভ্রমণের প্রস্তুতি। যখন প্রস্তুতি চলছে তখন মনের মধ্যে অনেক আনন্দ, আমরা পরিভ্রমণে যাব, যেন পহেলা বৈশাখ বা ঈদের উৎসব। প্রস্তুতি হিসেবে আমাদেরকে বলা হয় রুট পছন্দ করার জন্য, রুট পছন্দ করলাম গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি পর্যন্ত।

কিন্তু হঠাৎ আনন্দ শেষ! আমাদের পছন্দের রুটে যাওয়া হবে না, আমরা আমাদের রুটে যাওয়ার জন্য অনেক যুক্তি– পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করি, কিন্তু কোন যুক্তি কাজে আসে না ঢাকা - ময়মনসিংহ সড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য। পরিভ্রমণ করতে হবে গাজীপুর থেকে নরসিংদী পর্যন্ত।

রুট হবে এইভাবে

গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে হতে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কালিয়াকৈর, মৌচাক, গাজীপুর; জামালপুর চৌরাস্তা হয়ে ভাওয়াল মির্জাপুর, রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর; বাংলা বাজার, তালহা বয়স্ক পূর্নবাসন কেন্দ্র, তালতলি, পিরুজআলী; সড়ক ঘাট, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, ভবানীপুর, পিংগাইল, রাজেন্দ্রপুর রেল গেইট, ভাওয়াল গড়, ধলাদিয়া কলেজ, শ্রীপুর; সূর্য নারায়নপুর দিঘী, কাপাসিয়া; বঙ্গতাজের বাড়ি (বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স ও ত্রিমোহনী বঙ্গতাজ ডিগ্রী কলেজ, খিরাটি; মনোহরদী উপজেলা, বেলাব উপজেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স, উয়ারি বটেশ্বর সংগ্রহ শালা, ইটাখোলা পুটিয়া উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিবপুর ও বিসিক শিল্প নগরী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নরসিংদী ও নরসিংদী সরকারি কলেজ পর্যন্ত।

যাই হোক রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের রোভার সহচর, সদস্য স্তর, প্রশিক্ষণ স্তর অতিক্রম করে সেবা স্তরে অবস্থান করছি। সেবা স্তর অতিক্রম করার পরিভ্রমণকারী ব্যাজ অর্জনের জন্য গাজীপুর টু নরসিংন্দী রুটেই যাবো, আমার স্বপ্ন যখন প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন।

পরিভ্রমণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় মানচিত্র অংকন নিয়ে খুবই সমস্যা হয়, তখন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন স্যার ব্যাপক সহযোগিতা

করেছেন। একই সাথে অনান্য কাজেও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মোঃ আরিফুজ্জামান, পিএস ও পিআরএস স্যার; মনসিক ভাবে প্রচুর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সাবেক ঢাকা বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট (এসআরএম) প্রতিনিধি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা করেছেন পরিভ্রমণ সফল সমাপ্ত করার জন্য এবং আমার ইউনিটের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল।

নুসরাত জাহান রাণী ইউনিট লিডার বা সিনিয়রদের সহযোগীতা ও আন্তরিকতা

আমি খুবই ভাগ্যবান যে আমার গ্রুপ সম্পাদক, ইউনিট লিডার এবং সিনিয়রদের অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। তারা আমার প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন। সাবেক ঢাকা বিভাগীয় এসআরএম প্রতিনিধি-এর সহযোগিতা ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তিনি আমার প্রতিটি কাজে আমার পাশে ছিলেন এবং প্রয়োজনে শাসন করেছেন। হঠাৎ মানসিক ভাবে যখন ভেঙে পড়েছি আমাকে উঠে দাঁড়াতে সহযোগীতা করেছে মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন স্যার এবং মোঃ রেজাউল করিম, পিআরএস ভাই। ওনারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং আমাকে তৈরি হতে সহযোগিতা করেছেন আমার পাশে থেকে। এছাড়াও যে সকল স্যার/ ম্যাডম/ ভাই/ বোন আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ আমাদের গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা আরশাদুল মুকাদ্দিস, আমার ইউনিট লিডার অধ্যাপক মমতাজ বেগম, গ্রুপ সম্পাদক মোঃ শাহাবুদ্দিন, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) শরিফুল ইসলাম, আঞ্চলিক সম্পাদক এ.কে. এম সেলিম চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক কে.এম.এ.এম সোহেল, প্রফেসর মোঃ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ, এ.কে.এম আশিকুজ্জামান (বিপুল), মোহাম্মদ ইয়াছিনুর (রাকিব) পিআরএস, মোঃ আঃ ছালাম, মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন, মোঃ ওসমান গনি, মাসুদা আক্তার, রোভার স্কাউট আমেনা আক্তার প্রমুখ।

■ বাকী অংশ পরের সংখ্যায়

■ সংকলন: **জে এম কামরুজ্জামান**
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

সঠিক পরিমাণ চা পানে লুকিয়ে দীর্ঘ জীবনের ম্যাজিক

কাজের ফাঁকে এক কাপ। আড্ডায় এক ভাঁড়। বা হুট বলতেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা কাগজের কাপে বা ভাঁড়ে চা না হলে অনেকেরই চলে না। আবার কিছু মানুষের ধারণা চা খাওয়া মোটেও ভাল অভ্যাস নয়। তবে সে সংখ্যা কম। যাঁরা চা পান করতে ভালবাসেন তাঁদের জন্য অবশেষে সুখবর শোনালেন গবেষকরা। চিনের গবেষকরা জানাচ্ছেন, চা পানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দীর্ঘ জীবন পাওয়ার চাবিকাঠি।

গবেষকেরা জানিয়েছেন চা যাঁরা নিয়মিত পান করেন তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। তবে তাঁদের শর্ত হল সপ্তাহে অন্তত ৩ বার বা তার চেয়ে বেশি বার চা খেতেই হবে। তাও নিয়মিত। বাঙালিদের অনেকে অবশ্য এটা শুনে হেসেছেন। সপ্তাহে ৩ বার! মশাই দিনে ১০ বারও পেটে চলে যাচ্ছে চা! সেক্ষেত্রে সপ্তাহে ৩ বারের তো প্রশ্নই নেই। ও তো ছুটির দিনের সকালেই হয়ে যায়!

গবেষকেরা ১ লক্ষ ৯০২ জন মানুষকে বেছে নেন তাঁদের গবেষণার জন্য। তারপর তাঁদের ৭ বছর ৩ মাস পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। ২টি দলে ভেঙে। একটি দলে তাঁদের রাখা হয় যাঁরা সপ্তাহে ৩ বা তার বেশি বার নিয়মিত চা পান করেন। অন্য গ্রুপে চা একেবারেই পান করেন না বা করলেও সপ্তাহে ৩ বার নয় এমন মানুষজনকে রাখা হয়। গবেষকদের এতদিনের পর্যবেক্ষণের যা ফলাফল বেরিয়েছে তাতে যাঁরা নিয়মিত চা পান করেন তাঁদের দীর্ঘদিন বাঁচার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি।

চায়ের মাধ্যমে শরীর থেকে টক্সিন দূর করার নাম হল 'টিটক্স'। ক্লান্ত লাগলে বা সর্দি-কাশি হলে আমরা আদা চা খেয়ে থাকি। কিন্তু চায়েরও রয়েছে অনেক ধরন। প্রায় সব সমস্যার উপশমেই খেতে পারেন চা। সব চা-ই পাওয়া যায় টি-ব্যাগ হিসেবে।

পেট বেশি ভরে গেলে জেসমিন, ক্যামোমাইল, পেপারমিন্ট, মৌরি, ড্যান্ডেলিয়ন, ক্র্যানবেরি চা খান। গলা ব্যথার সমস্যায় কাজে আসবে ক্যামোমাইল, গ্রিন

টি বা রেড বুশ টি। গা গোলানো, বমি ভাব কাটাতে সাহায্য করবে পেপারমিন্ট টি। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ক্যালেন্ডুলা, ক্যামোমাইল, গ্রিন টি, হোয়াইট টি, লাইকোরিস চা খান। অতিরিক্ত স্ট্রেস ও অনিদ্রার সমস্যায় ক্যামোমাইল, প্যাশন ফ্রুট, লেমনগ্রাস, মিন্ট চা খেলে উপকার পাবেন।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে ব্যাক বা গ্রিন যে চা-ই খান না কেন, তাতে রয়েছে এ্যান্টইক্সিডেন্ট। শরীরের ফ্রি র‍্যাডিক্যালসের সঙ্গে লড়াই করে কোষ নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে। চা-এ মূলত ভিটামিন সি, পলিফেনল থাকে। কিছু পরিমাণ এ্যাসেনশিয়াল অয়েলও থাকে। দিনে দু'কাপ গ্রিন টি খেলে যে পরিমাণ ভিটামিন সি আপনার শরীরে ঢুকবে, তা মোটামুটি এক গাস কমলালেবুর রসের সমান।

এ ছাড়া চায়ে পটাশিয়াম, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, ম্যাঙ্গানিজ আর অল্প পরিমাণে ভিটামিন বি ওয়ান ও বি টু থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে চা খেলে মনোসংযোগ আর ক্ষিপ্রতা বাড়ে। আমাদের শরীরে থাকা শ্বেতকণিকা মূলত ইনফেকশনের সঙ্গে মোকাবেলার শক্তি যোগায়। গ্রিন টির পলিফেনল আর ভিটামিন সি শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়ায়। ফলে পরোক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়াতে সাহায্য করে।

এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। তাই চা হার্টের অসুখ প্রতিরোধে সাহায্য করে। চায়ে থাকা এ্যাসেনশিয়াল অয়েল হজমে সাহায্য করে। ফুড পয়জনিংয়ের মোকাবেলাও করে। চায়ের এ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদানও ইনফেকশনের মোকাবেলায় কাজে দেয়। চায়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুয়োরাইড। এই মিনারেলটি হাড় ও দাঁতের এনামেল অটুট রাখে। তাই চা পান অস্টিওপোরেসিসের সম্ভাবনা যেমন কমায়, তেমনই চায়ের মধ্যে থাকা পলিফেনল মুখের ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করে।

■ লেখক: অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

গলফ খেলার ইতিহাস ও নিয়ম কানুন

গলফ। উচ্চবিত্ত আর অভিজাত শ্রেণীর খেলা হিসাবেই পরিচিত। গলফের সঙ্গে অন্যান্য খেলার পার্থক্য হলো, গলফ খেলাতে কোনো রেফারি বা আম্পায়ার থাকে না। প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজের শটের সংখ্যা নিজেই লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আমাদের দেশে গলফ খেলাটি মোটামুটি অপরিচিতই বলা যায়। এর পেছনে দুটি কারন উলেখ করা যায়। প্রথমত, এ খেলার প্রচার খুবই কম। দ্বিতীয়ত, আর প্রচারের অভাবে দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ লোক এই খেলা কোথায় হয়, কিভাবে হয় সেসব জানেন না।

ইতিহাস

এক পক্ষ বলছে, বল ও স্টিকের এই খেলাটির প্রচলন হয় রোমান খেলা 'পাগানিকা' থেকে। অন্য একটি পক্ষ বলছে, অষ্টম ও চতুর্দশ শতাব্দীতে চীনে প্রচলিত ছিল 'চুইওয়ান' নামের একটি খেলা। এই 'চুইওয়ান' থেকেই প্রচলিত হয় গলফ খেলাটি। তবে অধিকাংশের মতে, গলফ খেলার প্রচলন শুরু হয় স্কটল্যান্ডে এবং সময়টি ছিল দ্বাদশ শতাব্দী। সেখানে মেষ পালকরা কাজের ফাঁকে সময় কাটানোর জন্য পাথর ও লাঠি দিয়ে এই ধরনের খেলা খেলতো। তারা যেই মাঠে মেষ চড়াতো সেই মাঠে খরগোশের গর্ত ছিল। তারা সময় কাটানোর জন্য বর্তমান সময়ের বলের পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করতো। আর হাতের কাছে ছিল লাঠি। এই লাঠি দিয়ে পাথরকে আঘাত করে তারা খরগোশের গর্তে ফেলতো। এতেই তারা বিনোদন পেত। আর সেই খেলাটিই কালের বিবর্তনে বর্তমান সময়ের গলফ খেলা।

পরিচিতি

গলফ হলো বল ও স্টিক এর সূক্ষ্ম দক্ষতার একটি খেলা। এই খেলার মূল লক্ষ্য স্টিক দিয়ে আঘাত করে বলটিকে গর্তের মধ্যে ফেলা। তবে একটি বা দুটি গর্তে নয়। পরপর ৯টি/১৮টি গর্তে বল ফেলতে হয়। তবেই নির্ধারিত হয় জয়-পরাজয়। খেলাভেদে ৯টি বা ১৮টি গর্তে বল ফেলতে হয়। যে খেলোয়ার সবচেয়ে কম শটে নির্ধারিত পরিমাণ গর্তে বল ফেলতে পারে তিনিই বিজয়ী হন।

গলফ মাঠ

ক্রিকেট-ফুটবল মাঠের নির্দিষ্ট সীমানা থাকলেও গলফ মাঠের কোনো সীমানা থাকে না। ক্রিকেট-ফুটবলের মতো গলফ খেলার মাঠকে মাঠ বলা হয় না। গলফ খেলার মাঠকে বলা হয় 'কোর্স'। পরপর অনেকগুলো গর্ত ও টি নিয়ে একটি গলফ কোর্স তৈরি হয়। 'টি' হলো যেখান থেকে খেলোয়াড়রা প্রথমবার বলে হিট করেন সেই

জায়গাটিকে বুঝায়। এই 'টি' মূলত একটি বস্তু। মাটি থেকে বলটি কিছুটা উপরে রাখার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এই 'টি' ও 'গর্ত' এর মাঝে যে জায়গাটুকু রয়েছে সেটিকে বলা হয় 'ফেরাওয়ে' বা 'ভালো পথ'। প্রতিটি গর্তের আশে পাশে বিভিন্ন ধরনের পতাকা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোকে বলা হয় 'রাফ', 'হ্যাজার্ডস' ও 'পাটিং গ্রিন'। আর গলফ কোর্সে যে উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো জায়গা দেখা যায় সেটিকে বলা হয় 'ডগলেগ'। সাধারণত এই 'ডগলেগ' টি এলাকা থেকে ডান বা বাঁম দিকে বেঁকে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বাঁক একবার হয়ে থাকে। আবার অনেকক্ষেত্রে এই বাঁক দুবার হয়ে থাকে। দুবার বাঁক হলে তাকে বলে 'ডাবললেগ'। সাধারণত গলফ কোর্সে ১৮টি গর্ত থাকে। আর যদি ৯ গর্তের কোর্স হয় তাহলে দুবার পাক দিতে হয়।

জয়-পরাজয়

জয়-পরাজয়ের হিসাব নির্ধারণ করা হয়, কোন খেলোয়াড় সবচেয়ে কম শটে বল নির্দিষ্ট পরিমাণ গর্তে ফেলতে পেরেছে সেই হিসাবে। এর বাইরেও গলফ খেলার কিছু পয়েন্ট এর বিষয় রয়েছে। প্রতিটি গলফ কোর্সে শট সংখ্যার একটি আদর্শ মান দাঁড় করানো আছে। এটিকে বলে পার। আন্তর্জাতিক মানের গলফ কোর্সে এই পার হয় ৭১। এই পার হলো একজন গলফার কতবার বলে হিট করে টি থেকে গর্তে বল ফেলতে পারে তার হিসাব। আবার বিভিন্ন গর্তে বল ফেলার জন্য বিভিন্ন পারের সংখ্যা রয়েছে। টি থেকে গর্তের দূরত্বই পার এর সংখ্যা নির্ধারণ করে।

■ বাকী অংশ পরের সংখ্যায়

■ অগ্রদূত ডেস্ক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নব দিগন্ত: ওয়াই-ফাই ৬

২০১৯ সালে নতুন জেনারেশনের ওয়াই-ফাই ৬ প্রযুক্তি সামনে এসেছিল। ২০২০ সালে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ডিভাইসে এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হবে। সম্প্রতি সিনেট ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, "নতুন স্ট্যান্ডার্ডে আগের থেকে দ্রুত ও দক্ষভাবে ডেটা ট্রান্সফার করা যাবে।"

ইতিমধ্যেই অ্যাপেল আইফোন ১১ সিরিজ, স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ১০ সিরিজের মতো প্রিমিয়াম স্মার্টফোনে ওয়াই-ফাই ৬ ব্যবহার শুরু হয়েছে। ২০২০ সালে আরও বেশি সংখ্যক স্মার্টফোন ও অন্যান্য ডিভাইসে ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটির জন্য ওয়াই-ফাই ৬ ব্যবহার শুরু হবে। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে কনসিউমার ইলেকট্রনিক শো। এই ইভেন্ট থেকে বিভিন্ন কোম্পানি ওয়াই-ফাই ৬ সহ ডিভাইস লঞ্চের ঘোষণা করবে। কয়েক দিন আগে ডিজিটাল ট্রেন্ডসে প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে ওয়াই-ফাই ৬ এর মাধ্যমে এমইউ-এমআইএমও প্রযুক্তি সাপোর্ট করবে। এছাড়াও আগের থেকে অনেক দ্রুত কাজ করবে ওয়াই-ফাই ৬। ওয়াই-ফাই কানেকশনের অন্যতম খারাপ দিক হল বাড়ির সব কোনায় একই শক্তির সিগনাল পাওয়া যায় না। ওয়াই-ফাই ৬ প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে। এই জন্য নতুন ওয়াই-ফাই ৬ প্রযুক্তিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে বাড়ির নির্দিষ্ট কোনায় কম ইন্টারনেট স্পিডের সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এছাড়াও ওয়াই-ফাই ৬ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ডিভাইসের ব্যাটারি লাইফে বিপুল উন্নতি হবে। ওয়াই-ফাই ৬ এ থাকছে টার্গেট ওয়েক টাইম নামের এক প্রযুক্তি। এর ফলে কখন ওয়াই-ফাই সিগনালের জন্য ওয়েক আপ প্রয়োজন তা নিজে থেকেই ঠিক করতে পারবে ডিভাইস। এর ফলে ব্যাটারি ব্যাকআপে বিপুল উন্নতি দেখা যাবে। কোন ডিভাইসের ওয়াই-ফাই প্রয়োজন না হলে ট্রান্সমিশন নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে অকারণ ব্যাটারি ব্যবহার বন্ধ হবে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ছড়া-কবিতা

একটি নতুন সূর্যোদয়

দুরন্ত পথিক

একটি নতুন প্রভাত
জাতির জীবনে বহু প্রতীক্ষিত
একটি নতুন সূর্যোদয়
রক্তের নদী পার হয়ে আসা
একটি সোনালী স্বপ্ন

বিশ্ব-ইতিহাসের বিস্ময়
মহাকালের একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত
বাংলার ললাটে রক্ত-তিলক-আঁকা
চির-অম্লান একটি দিন
উনিশ শ একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর।

আজো শুনতে পাই–
বিষের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন
বাংলার আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে মাঠে ময়দানে
ঘৃণিত দানবের গর্বিত পদধ্বনি
আরো শুনতে পাই
কত বিধবার মায়ের বোনের আকুল ক্রন্দন
কত সন্তানহারা জননীর আহাজারি
মাতৃহারা পিতৃহারা শিশুর করুণ আর্তনাদ
এ কি কখনো ভুলে যেতে পারি?
এ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি কখনো ভূলবার নয়।

আজকের এ দিনটির প্রতীক্ষায়
দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন নিদ্রাহীন
ভয়-ভীতি হীন
নির্যাতিত সাড়ে সাত কোটি মানুষ
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল–
কবে আসবে জাতির জীবনে
আজিকার এই নতুন সূর্যোদয়।

[কবিতাটি অগ্রদূত ডিসেম্বর-১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ডিসেম্বর-২০১৯ সংখ্যায় তা পুনঃপ্রকাশিত হলো]

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.১২.২০১৯ ॥ রবিবার
– তিন দিনের সরকারী সফরে স্পেনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

০৩.১২.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী র‍্যান্ডাল শ্রাইভার দু'দিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

০৪.১২.২০১৯ ॥ বুধবার
– পবিত্র মোক্কায় সৌদি-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষক হজ্জ চুক্তি (২০২০) সম্পন্ন।

০৫.১২.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ৪১তম বিসিএসের আবেদন শুরু

০৮.১২.২০১৯ ॥ রবিবার
– 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ' (BBPL) টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

০৯.১২.২০১৯ ॥ সোমবার
– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ৫২তম সমাবর্তমান অনুষ্ঠিত।

১১.১২.২০১৯ ॥ বুধবার
– মানোবতা বিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আর্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের (ICT) ৪১তম রায় প্রদান।

১২.১২.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ঢাকা থেকে ভারতের দার্জিলিং-সিকিম রুটে বাস চলাচর শুরু।

১৬.১২.২০১৯ ॥ সোমবার
– ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

১৮.১২.২০১৯ ॥ বুধবার
– পদ্মা সেতুতে ২১ ও ২২ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় ১৯তম স্প্যান।

২০.১২.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্দানে বংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী ২১তম জাতীয় সম্মেলন শুরু।

২২.১২.২০১৯ ॥ রবিবার
– ঢাকা উত্তর ও দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

২৩.১২.২০১৯ ॥ সোমবার
– মন্ত্রিসভায় চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যারয় আইন ২০১৯ এবং হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৯ এর চুড়ান্ত অনুমোদন।

২৫.১২.২০১৯ ॥ বুধবার
– ভারতের রাজধানি নয়াদিল্লিতে পাঁচদিন ব্যাপি বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (BGB) ও ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (BSF) মহাপরিচালক পর্যায়ে সম্মেলন শুরু।

৩১.১২.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– প্রাথমিক ও ইবতেদিয়া শিক্ষা সমাপনী এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

বিদেশের খবর...

০১.১২.২০১৯ ॥ রবিবার
– ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আদেল আবদুল মাহাদির পদত্যাগ অনুমোদন করে দেশটির পার্লামেন্ট।

০২.১২.২০১৯ ॥ সোমবার
– বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প উদ্বোধন করেন রশিয়া ও চিনের প্রেসিডেন্ট।

০৩.১২.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনরে লুজন দ্বীপে শক্তিশালী ঘুর্ণিজড় 'কামমুরি' আঘাত হানে।

০৫.১২.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– 'ডিজিটাল পাকিস্তান' শীর্ষক এক সরকারি প্রকল্প উদ্বোধন করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

০৮.১২.২০১৯ ॥ রবিবার
– উত্তর ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডের তৃতীয় নারী এবং বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন সানা মেরিন।

০৯.১২.২০১৯ ॥ সোমবার
– ভারত জুড়ে তুমুল বির্তকের মধ্যে দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (CAB)।

১০.১২.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– রোহিঙ্গা গণহত্যা ইস্যুতে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে অবস্থিত আর্ন্তজাতিক বিচার আদালতে (ICI) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়েরকৃত মামলার তিনদিনব্যাপি প্রাথমিক শুনানি শুরু।

১১.১২.২০১৯ ॥ বুধবার
– ভারতের সর্বাধুনিক গোয়েন্দা উপগ্রহ RISAT-2BRI পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়।

১২.১২.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– যুক্তরাজ্য সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

১৯.১২.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ভাষনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্যর নতুন পার্লামেন্টের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু।

২০.১২.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– আমাজন পর্যবেক্ষণে চীন ও ব্রাজিলের যৌথ উদ্যোগে China-Brazil Earth Resource Satellite-4A (CBERS-4A) উৎক্ষেপন।

২১.১২.২০১৯ ॥ শনিবার
– ৪৩ বছর পর কিউবার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন ম্যানুয়েল মারোরা ক্রুজ।

২৩.১২.২০১৯ ॥ সোমবার
– সৌদি আরবের আলোচিত সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে হত্যার ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুদন্ড ও তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেন আদালত।

■ সংকলন: অগ্রদূত ডেস্ক

শিক্ষা অধিদফতর ও বাংলাদেশ স্কাউটসে যোগদানকৃত নতুন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর শামস হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ স্কাউটসে যোগদানকৃত নতুন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোঃ মহসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন) খান মোঃ নুরুল আমিন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সংগঠন বিভাগের জাতীয় কমিশনার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণাণয়ের অতিরিক্ত সচিব আখতারুজ

জামান খান কবির।

স্কাউটিং বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনে স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি, মৌলিক বিষয়সমূহ, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, স্কাউট প্রোগ্রাম, প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু মিটিং ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

জাতীয় সদর দফতরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ নির্দেশিকা বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ স্কাউটস এর হিসাব বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ নির্দেশিকা বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দূর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান উপস্থিত থেকে দিক নির্দেশনা দেন। ওয়ার্কশপের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। ওয়ার্কশপটিতে জাতীয় কমিশনারগণ, জাতীয় উপ কমিশনারগণ এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ অংশগ্রহণ করেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ নির্দেশিকা পুস্তিকা প্রকাশের লক্ষে ওয়ার্কশপে সকলের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোজন ও বিয়োজন বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়।

স্কাউট শতাব্দী ভবনে বেজমেন্ট ঢালাইয়েল শুভ উদ্বোধন

১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রাত ৯.৩০ মিনিটে 'বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতাধীন স্কাউট শতাব্দী ভবনের বেজমেন্ট ঢালাই কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিমনারগণ, জাতীয় উপ কমিশনারগণ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বেজমেন্ট ঢালাই কাজের শুভ উদ্বোধন শেষে স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণের সফল সমাপ্তির জন্য দোআ করা হয়।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস

সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকায় সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ১২০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর ও সচিব কাজী রওশন আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির পরিচালক (প্রশাসন) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর। স্কাউট ব্যক্তিত্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার মোঃ আরিফুজ্জামান এবং নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভূসম্পত্তি বিভাগের জাতীয় কমিশনার ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির প্রাক্তন রেক্টর মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম শিকদার।

স্কাউটিং বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনে স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি, মৌলিক বিষয়সমূহ, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, স্কাউট প্রোগ্রাম, প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু মিটিং ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

২য় জাতীয় ইফেকটিভ কোয়ালিটি ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

১২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং টিমের সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে '২য় জাতীয় ইফেকটিভ কোয়ালিটি ট্রেনিং ওয়ার্কশপ'।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার সুরাইয়া বেগম এসডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্কশপ পরিচালক ও প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোঃ মহসীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত

ছিলেন প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ এবং ওয়ার্কশপ স্টাফবৃন্দ।

ওয়ার্কশপে ট্রেনিং কোর্স বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান, মডার্ন ট্রেনিং মেথড, ডেলিভারি স্কিল অব প্রেজেন্টেশন, শতবর্ষ মুজিব বর্ষ উদযাপন, ওয়ার্কশপ নীড এসেসমেন্ট, কম্পিটেন্সি অব ট্রেনার্স, রিস্ক এন্ড সেফটি মেনেজমেন্ট, শিশু অধিকার, সেইফ ফর্ম হার্ম, পারসোনাল সাপোর্ট ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ওয়ার্কশপে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪০ জন ট্রেনিংটিমের সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর কন্টিনজেন্ট লিডার ওরিয়েন্টেশন

১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রবিবার বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী উপলক্ষে দেশের সকল জেলার কন্টিনজেন্ট লিডারবৃন্দের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব মোঃ আলমগীর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি মোঃ শাহ আলমগীর এবং নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রোগ্রাম বিভাগের জাতীয় কমিশনার আতিকুজ্জামান রিপন। প্রধান অতিথি বলেন ক্যাম্পুরী সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সফলতা কামনা করেন। ওরিয়েন্টেশনে দেশের সকল জেলার কন্টিজেন্ট লিডারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টশনে ক্যাম্পুরী প্রোগ্রাম অবহিতকরণ, আবাসন ব্যবস্থাপনা, সাইট অপারেশন, অভ্যর্থনা, পরিবহণ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ক্যাম্পুরী সচিবালয়, নিরাপত্তা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আগামী ১৮-২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী। এবারের ক্যাম্পুরীতে সারা দেশ থেকে আগত কাব স্কাউট, ইউনিট লিডার, রোভার ভলেন্টিয়ার ও কর্মকর্তাসহ প্রায় ১০,০০০ জন অংশগ্রহণ করবেন।

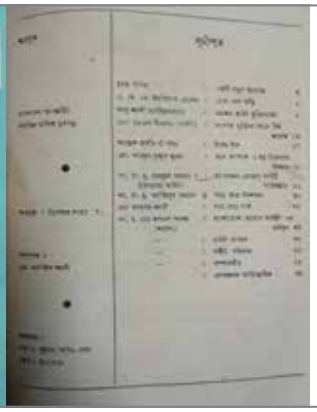

†hgb wQj 1972 mv‡ji wW‡m¤^i gv‡m cÖKvwkZ
AMÖ`~Z cwÎKvi cÖ”Q` I m~wPcÎ

আড়াইহাজারে ৪৭১তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

১৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের আয়োজনে বাংলাদেশ স্কাউটস আড়াইহাজার উপজেলার ব্যবস্থাপনায় নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন সদাসদি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪৭১তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স। কোর্সটিতে মোট ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। স্কাউটার মোঃ মশিউর রহমান(এ এল টি) উপ পরিচালক (বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন) কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন। পাঁচ দিন ব্যাপী এই কোর্সে প্রশিক্ষক ও কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আকরাম সরকার সুমন (এ এল টি), অর্কিড ওপেন স্কাউট গ্রুপ, নরসিংদী; তৈয়ব আল আযাদ (এ এল টি), মোহাম্মদপুর সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা; জন্মজয় কুমার দাশ (উডব্যাজার), চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ; সুবল চন্দ্র ঘোষ (উডব্যাজার), কালাপাহাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; মোঃ মঞ্জুর মিয়া (উডব্যাজার), সুলতান সাদী উচ্চ বিদ্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; মোঃ শহীদুলাহ (উডব্যাজার) নবাব আসকারী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ; হাবিবুর রহমান (উডব্যাজার) গুজাদিয়া এ. এইচ. সেকেন্ডারি স্কুল, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ; মোঃ মাহবুবুল আলম (সম্পাদক) বাংলাদেশ স্কাউটস আড়াইহাজার উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ।

৩৩২তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস- কুমিলা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ও রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই এ ৩৩২ তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স এর মহা তাবুঁ জলসার আয়োজন করা হয় । এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এমরান কবির চৌধুরী। কুমিলা জেলাপ্রশাসক ও জেলা রোভারের সভাপতি মো. আবুল ফজল মীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্কাউট ব্যাক্তিত্ব ছিলেন কোর্স লিডার প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন এলটি। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন স্কাউটিং একটি শিক্ষা, সেবা ও প্রশিক্ষণ মুলক আন্দোলন। স্কাউটরা আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ গ্রহন করে থাকে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও কুমিলা জেলা রোভারের কমিশনার অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার, কুমিলা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাশেদা আক্তার, কোর্সের প্রশিক্ষক জেলা রোভারের যুগ্ন সম্পাদক অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সাগত বক্তব্য রাখেন কুমিলা জেলা রোভারের সম্পাদক ও প্রশিক্ষক অধ্যাপক মো.আবু তাহের। এসময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক স্বপন কুমার দাস, কুমিলা মুক্ত রোভার স্কাউট দলের সভাপতি সাংবাদিক মাসুক আলতাফ চৌধুরী, সহকারি কমিশনার ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী, কুমিলা মুক্ত রোভার স্কাউট দলের উপদেষ্টা বশিরুল আনোয়ার, মীর হোসেন আলম, উপাধ্যক্ষ মোস্তাক আহাম্মদ, ডিআরএসএল মাঈনুদ্দিন খন্দকার, রুপসী বাংলা কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইয়াছিনুর রহমান, শহীদ স্মৃতি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাবেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের সম্পাদক শরিফ জসিমসহ প্রশিক্ষক, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থীরা।

কোম্পানীগঞ্জে স্কাউটসের গ্রুপ সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে উপজেলা স্কাউটসের উদ্যোগে গতকাল ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে গ্রুপ সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ বদিউজ্জামান আহমদ। উপজেলা স্কাউটস সম্পাদক মুহম্মদ আমিনুর রহমানের সঞ্চালনায় গ্রুপ সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও বাংলাদেশ স্কাউটস, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সভাপতি সুমন আচার্য। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক ইসমাইল আলী বাচ্চু, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলার সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল মালিক, বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র অগ্রদূত পত্রিকার সিলেট প্রতিনিধি খন্দকার শাহনুর হোসেন প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কমিশনার শংকর চন্দ্র দাশ।

সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের স্কাউটারদের অংশগ্রহণে সিলেটে দুইদিন ব্যাপী এডাল্ট ইন স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটসের এডাল্ট ইন স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, সিলেটে ০৩-০৪ ডিসেম্বর সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের স্কাউটারগণের অংশগ্রহণে দুইদিন ব্যাপী এডাল্ট ইন স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে।

ওয়ার্কশপের প্রথম পর্বে প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট বিভাগের উপ-পরিচালক এ.কে.এম সাফায়েত আলীর সভাপতিত্বে ও দি সিলেট খাজাঞ্চীবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের ইউনিট লিডার মাহফুজা আহমেদ মাহফি'র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট ইন স্কাউটিং) ফেরদৌস আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ-কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস) আমিমুল এহসান খান পারভেজ ও শরীফ আহমদ কামাল, কুমিল্লা অঞ্চলের কমিশনার রাশেদা আক্তার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত)। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চলের সম্পাদক আব্দুল আউয়াল ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বেলাল হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপত্র অগ্রদূত এর সিলেট জেলা প্রতিনিধি খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন ও গীতা পাঠ করেন তেতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুমিত্রা রায়।

ওয়ার্কশপে সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের উপ-কমিশনার, সম্পাদকসহ বিভিন্ন স্তরের স্কাউটারগণ উপস্থিত ছিলেন।

■ প্রতিবেদক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
সিলেট জেলা প্রতিনিধি, অগ্রদূত

জামালপুরে জেলা স্কাউট ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলার আয়োজনে ছয় তলা বিশিষ্ট জেলা স্কাউট ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। ছয় তলা বিশিষ্ট জামালপুর জেলা স্কাউট ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মির্জা আজম, এম. পি. জামালপুর ৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোজাফফর হোসেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর উন্নয়ন বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জামালপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা রোভার এর কমিশনার ও সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা স্কাউটস এবং জেলার আওতাধীন উপজেলা স্কাউটস অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ভবনের ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদার সহ অন্যান্যরা, জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক , সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিকবৃন্দ। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাব স্কাউট , স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের উপস্থিতি লক্ষনীয় ছিল ।

■ নিজস্ব প্রতিবেদক: ময়মনসিংহ অঞ্চল

কুড়িগ্রামে আন্তর্জাতিক দূর্নীতিবিরোধী ও রোকেয়া দিবস পালন

কুড়িগ্রামে আন্তর্জাতিক দূর্নীতিবিরোধী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসক মোছা: সুলতানা পারভীন বেলুন উড়িয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা সমাবেশ, জয়িতাদের সংবর্ধনা, গীত ও খেলাধুলা।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাবিক) মো: হাফিজুর রহমান, জেলা রোভার যুগ্মসম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ রাশেদুজ্জামান বাবু, প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট আহসানুল হক নিলু প্রমুখ।

এতে অংশগ্রহণ করে রোভার স্কাউট, এই ViE নেটওয়ার্ক, এএফএডি, ফ্রেন্ডশিপ, টিডিএইচ, সনাক, বিপিএফজি। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন, জেলা তথ্য অফিস ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম।

■ প্রতিবেদক: জাকির হোসেন
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি, অগ্রদূত

জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের দুটি দলের পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণের শুভ উদ্বোধন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের ৭ জন রোভার আগামী ২০-২৪ ডিসেম্বর-২০১৯ নরসিংদী থেকে মৌলভীবাজার পর্যন্ত ১৫০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করবেন। এ উপলক্ষে ৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট পরিভ্রমণ দল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এর সাথে তাঁর কার্যালয়ের সাক্ষাৎ করেন।

উল্লেখ্য, রোভার স্কাউটস্ এর সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্ট'স্ রোভার স্কাউট এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিভ্রমণ ব্যাজ অর্জন করার জন্য তারা এই পরিভ্রমণ সম্পন্ন করবে। পাঁচ দিনব্যাপি এই প্রোগ্রামে তারা নরসিংদী, ভৈরব, মাধবপুর, শ্রীমঙ্গল পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করবে।

আরো উল্লেখ্য যে, রোভার মাইনুল হোসেন মুন্না, ৫ নভেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম রোভার হিসেবে রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ সম্মাননা প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করায় তাকে শুভেচ্ছা স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এছাড়াও গত ২০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে চকবাজার ট্রাজেডিতে অংশগ্রহণ করে জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে দুঃসাহসিক অবদান ও অন্যান্য কার্যক্রমের ভিত্তিতে মো: আহসান হাবীব ও মো. এনামুল হাসান কাওছার-কে বাংলাদেশ স্কাউটস গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড-এ মনোনীত করে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ, দুঃসাহসিক কাজে জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন করার স্বীকৃতিস্বরূপ 'গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড' শীর্ষক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান তাদেরকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

এসময় জবি রোভারের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান খন্দকার, রোভার স্কাউট লিডার ও ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

■ প্রতিবেদক: রোভার নাজিয়া আফরোজ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

দিনাজপুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোভারদের শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ

১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ইং রোজ শুক্রবার বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর সদর উপজেলা, দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভারের আয়োজনে জেলা স্কাউট ভবন, উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর এ বাড়ী বাড়ী গিয়ে শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর সদর উপজেলার কোষাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, দিনাজপুর জেলা সম্পাদক মো: আনিসুজ্জামান মিলন, কোষাধক্ষ্য মোছা: আজিমা বেগম জেলা রোভারের কমিশনার সাইফুদ্দীন আখতার, সম্পাদক আলহাজ্ব মো: জহুরুল হক, কোষাধক্ষ্য মোঃ মোজাহার আলি জেলা সিনিয়র রোভার মেট

প্রতিনিধি রাফিয়া ইয়াসমিন এবং এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট লিডারগণ। দিনাজপুরের এই তীব্র ঠান্ডাই গরিব দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এমন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস্ রোভার স্কাউট গ্রুপের ২৩তম দীক্ষাক্যাম্প ও বার্ষিক তাবুবাস-২০১৯

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস্ রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ২৩তম দীক্ষা ক্যাম্প ও বার্ষিক তাবুবাস-২০১৯। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও অক্ষুন্ন রয়েছে এর ধারাবাহিকতা তবে এই বছর এর দীক্ষা ক্যাম্প স্মরণীয় করে রাখার মতো। কেননা বাংলাদেশ স্কাউটস এ গার্লস-ইন-স্কাউট শুরু হবার ২৫ বছর পর এবং গ্লাস এন্ড সিরামিকস্ রোভার স্কাউট গ্রুপ প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর এ বছর প্রথমবারের মতো গ্লাস এন্ড সিরামিকস্ রোভার স্কাউট গ্রুপ এ গার্লস-ইন-রোভার দীক্ষা গ্রহণ করে এবং শুরু করে তাদের পথচলা।

গত ২৮ নভেম্বর পতাকা উত্তোলন এর মাধ্যমে শুরু হওয়া এ ক্যাম্প ২৯ নভেম্বর তাবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয় দীক্ষা ক্যাম্প ও বার্ষিক তাবুবাস।

তাবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রফেসর এনামুল হক খান, এলটি (কমিশনার, ঢাকা জেলা রোভার)। সভাপতিত্ব এবং সমাপ্ত ঘোষনা করেন জনাব আইয়ুব আলী (অধ্যক্ষ ও গ্রুপ সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস্ রোভার স্কাউট গ্রুপ)

■ প্রতিবেদক: **কামরুজ্জামান তমাল**
সিনিয়র রোভার মেট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস্ রোভার স্কাউট গ্রুপ

হিমাংশু কুমার দত্ত মেমোরিয়াল মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ১ম গ্রুপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মুক্ত দলের বার্ষিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে 'কেহই পিছিয়ে যাবেনা' থীমকে সামনে রেখে গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ হিমাংশু কুমার দত্ত মেমোরিয়াল মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ১ম গ্রুপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসডিজি, সড়ক নিরাপত্তা, স্মার্ট অনলাইন ট্রেনিং, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের উপর জোর দিয়ে উক্ত ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। সার্বিক প্রশিক্ষণে– উপজেলা থানা, ফায়ার সার্ভিস সহায়তা করে। মহা তাবু জলসা উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতিয়ে রাখতে এক মনোরম পরিবেশে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্প- গ্রুপ সভাপতি কাজল জ্যোতি দত্ত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি স্থানীয় সাংসদ বি.এম. ফরহাদ হোসেন সংগ্রামের অনুপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তরুণ প্রজন্মের পক্ষে লিটন দেবনাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উপজেলা

চেয়ারম্যান ডাঃ রাফিউদ্দিন আহমেদ, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজেদুর রহমান। বক্তব্য রাখেন রক্তিম মিনার পরিচালক রুবেল মলিক, গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্টস্ স্কাউট প্রতীক দত্ত, ক্যাম্প প্রধান আয়োজক আদিত্য মলিক যাদু প্রমুখ। ক্যাম্প এলাকা, উপজেলা প্রশাসনের মাঠ ও শহীদ মিনার প্রাঙ্গন পরিষ্কার করে ও পাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করে। এতে এসডিজির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এছায়া বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে স্কাউটরা যে ধৈর্য ও সকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নিজেদের ধর্মভীরুতার পরিচয় দিয়েছেন– এতে সাংসদ এ কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করার আহ্বান করেন।

■ প্রতিবেদক: **প্রতীক দত্ত**
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি, অগ্রদূত

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

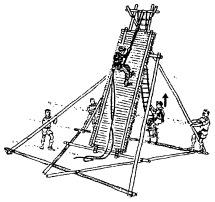

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 12, December 2019

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578